هل
مذهابنا؟
مقصوم مختلف

এই বইটি কেন পড়তে হবে-

মাযহাবের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য।

কুরআন-হাদিসের আলোকে মাযহাবের শারয়ী অবস্থান জানার জন্য।

মাযহাবকে অনুসরণ করা বা না করার বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য।

মাযহাব নিয়ে সংশয় নিরসণের জন্য।

محمد إقبال بن فخرول

আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?

লেখক-

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল

মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

প্রকাশনায়-

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ ফ্রী ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন-

Web : www.downloadquransoftware.com

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ-

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

আর্থিক সহযোগিতায় ও প্রচারে-

ডা. এম.এ. কাশেম ফারুকী

এম.ডি. পি.এইচ.ডি

মোবাইল ঃ ০১৭৩১৮০৭৫০৩

প্রকাশকাল-

প্রথম প্রকাশ- রমজান ১৪৩২হিঃ, আগস্ট ২০১১ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ- রমজান, ১৪৩৪হিঃ আগস্ট, ২০১৩ইং

৩০/- টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ভুমিকা	০৩
দ্বীন ও মাযহাব এর অর্থ এবং আমাদের মাযহাবের নাম	০৪
মাযহাবের নামকরণ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	০৫
ইসলাম ধর্মে কি একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে?	০৬
একাধিক গোষ্ঠি সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	১০
কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বলীদ	২১
শারী'আহ্'র বিষয়ে ওয়াহী ছাড়া অন্য কারোর তাক্বলীদ করা শিরক্ এবং কুফর	২১
তাক্বলীদ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	২৩
মাযহাবকে (অর্থাৎ দ্বীনকে) বিভক্ত করার ভয়াবহ পরিণাম	২৯
দ্বীনকে বিভক্ত করা বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	৩২
কাফির বলার শর্তসমূহ	৩৩
ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করা নিষেধ	৩৪
ইখতিলাফ (মতবিরোধ) সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	৩৫
আলিমগণের মধ্যে মত বিরোধ হলে করণীয়	৩৬
আলিমগণের মতবিরোধ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর	৩৮
মাস'য়ালাহ্ নিয়ে মতবিরোধ করা আর মাযহাব বানিয়ে মুসলিমদের বিভক্ত করা এক নয়	৪২
উপসংহার	

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্'র জন্য আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই নিকট সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান তথা বিশ্বাস রাখি এবং ভরসা করি। আমাদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ, খারাপ ও গর্হিত কর্ম হতে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন ও সৎ পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্'র বান্দা এবং রাসূল। অতঃপর স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ্ অনুসরণই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। তাই, আমাদেরকে কুরআন এবং সুন্নাহ্ যথাযথ নিয়মে পালন করতে হবে এবং এর বহির্ভূত সকল বিষয় বর্জন করতে হবে। এই কথাটি অনুধাবন করে এই বইটি লিখেছি। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কুরআন এবং হাদিসের প্রমাণ সহকারে বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া বর্তমানে মুসলিম জাতিকে বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত দেখা যাচ্ছে। যা'কিনা মুসলিম জাতির ঐক্যের জন্য বাঁধা। তাই আমি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির আশায় মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বইটি লিখেছি। তথাপিও কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই, কেউ যদি আমার লেখার কোন ভুল দেখতে পান দয়া করে আমাকে কুরআন ও হাদিসের প্রমাণ সহকারে শুধরিয়ে দিবেন।

অতঃপর সালাম বর্ষিত হোক সে সকল ভাইদের প্রতি যাঁরা এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই খিদমাতটুকু ক্ববুল করুন। -আমীন-

দ্বীন ও মাযহাব এর অর্থ এবং আমাদের মাযহাবের নাম

দ্বীন دِيۡنٌ শব্দের অর্থ ঃ

ধর্ম, বিশ্বাস, প্রথা, প্রতিদান, আনুগত্য, বিচার **-আল-মু'জামুল ওয়াফী,** রিয়াদ প্রকাশনী।

ধর্ম, আনুগত্য, শাসন, ক্ষমতা, রাজত্য, অবস্থা, অভ্যাস, আচরণধারা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, হিসাব-কিতাব, **মিসবাহুল লুগাত,** থানভী লাইব্রেরী।

মাযহাব مَذۡهَبٌ শব্দের অর্থ ঃ

মত, পথ, বিশ্বাস, ধর্ম, আদর্শ, মতবাদ **-মু'জামুল ওয়াফী,** রিয়াদ প্রকাশনী।

মত, বিশ্বাস, তরিকা, পদ্ধতি, ধর্ম, পন্থা, উৎস **-মিসবাহুল লুগাত,** থানভী লাইব্রেরী।

দ্বীন دِيۡنٌ ও মাযহাব مَذۡهَبٌ শব্দ দুটি যে প্রায় একই ধরণের অর্থ বহন করে তা আমরা আরবী বাংলা অভিধান দ্বারা জানতে পারলাম। এখন জানতে হবে আমাদের দ্বীন دِيۡنٌ বা মাযহাব مَذۡهَبٌ এর নাম কি? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الدِّيۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ...

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন (অর্থাৎ মাযহাব) হল ইসলাম।" -সূরা আলি-ইমরান (৩), ১৯

وَمَنۡ يَّبۡتَغِ غَيۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِيۡنًا فَلَنۡ يُّقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخَاسِرِيۡنَ.

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (অর্থাৎ মাযহাব) গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তা কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" -সূরা আলি-ইমরান (৩) ৮৫।

দুটি আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম আমাদের মাযহাব বা দ্বীন এর নাম ইসলাম। আর এই নামটি রেখেছেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর দেয়া নাম এর পরিবর্তে অন্য নাম দেয়া বা বলা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ...

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মান্য করে চল। তাকে ছাড়া (অন্য কাউকে) অভিভাবক মান্য করো না..." -সূরা আ'রাফ (৭), ৩।

ইসলাম নামটি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। তাই আল্লাহর দেয়া নাম ছাড়া অন্য নাম ব্যবহার করলে আল্লাহর হুকুম অমান্য হবে; যেমন, কেউ যদি বলে আমাদের মাযহাব বা দ্বীন এর নাম- আহলে হাদিস, মুহাম্মদী, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, শিয়া ইত্যাদি। কারণ এসব নাম আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

...وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ...

"...তাকে ছাড়া (অন্য কাউকে) অভিভাবক মান্য করো না..." -সূরা আ'রাফ (৭), ৩।

এখন যদি ইসলাম নাম ব্যবহার না করে অন্য নাম ব্যবহার করি তাহলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক মানা হবে।

শিক্ষা ঃ

(১) মাযহাব এবং দ্বীন শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে।
(২) আমাদের মাযহাব বা দ্বীন এর নাম ইসলাম।
(৩) ইসলাম নামটির পরিবর্তে অন্য নাম ব্যবহার করা যাবে না।
(৪) ইসলাম নামটির পরিবর্তে অন্য নাম ব্যবহার করলে আল্লাহর আদেশ অমান্য হবে।
(৫) আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হারাম। তাই ইসলাম নাম এর পরিবর্তে অন্য নাম ব্যবহার করা হারাম।

মাযহাবের নামকরণ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ মাযহাবী আলিমগণ বলেন যে, আমরা মাযহাবকে ধর্ম অর্থে ব্যবহার করি না বরং মতামত অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যেমন উযুর বিষয়ে ইমাম আবু হানিফার মত অর্থাৎ মাযহাব হচ্ছে উযুর ফরজ চারটি।

উত্তর ঃ যদি মাযহাবকে মতামত অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? পূর্ববর্তী ইমাম কি চারজন? না, অনেক ইমাম রয়েছেন। যেমন- (১) ইমাম আওযায়ী (২) ইমাম মালেক (৩) ইমাম শাফেয়ী (৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (৫) ইমাম বুখারী (৬) ইমাম মুসলিম (৭) ইমাম তিরমিযী (৮) ইমাম নাসায়ী (৯) ইমাম বায়হাকী (১০) ইমাম ইবনে হাজর (১১) ইমাম যুহুরী (১২) ইমাম আযযাহাবী (১৩) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১৪) ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (১৫) ইমাম ইবনে কাসীর (১৬) ইমাম কুরতুবী (১৭) ইমাম হাকেম (১৮) ইমাম ইবনে জারীর (১৯) ইমাম শওকানী প্রমূখ। এই সকল ইমামগণ ইসলামের বিভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রে একেক জন একেক মতামত দিয়েছেন। তাই মাযহাবকে মতামত অর্থে ব্যবহার করলে

একথাও স্বীকার করতে হবে যে, শতাধিক মাযহাব (মতামত) রয়েছে।

এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে, নিঃসন্দেহে মাযহাবী আলেমগণ জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই মাযহাবের অর্থ মতামত করেছে। মোটেই তারা মাযহাবকে মতামত অর্থে ব্যবহার করে না। যদি তাই হত তাহলে তারা বলত না মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে কোন এক মাযহাবের অনুসরণ ওয়াজীব।

এই সকল মাযহাবীগণ মাযহাবকে চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে অবশিষ্ট সকল ইমামগণের মাযহাবকে অস্বীকার করেছে।

প্রশ্ন (২) ঃ ইমাম বুখারী, নাসাঈ, মুসলিম, তিরমিযি, আওযায়ী, যুহরী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ প্রমূখ ইমামগণ সকলেই চার মাযহাবের কোন এক মাযহাবে ছিলেন। এসকল ইমামগণের পক্ষে চার মাযহাবের বাইরে গিয়ে কোন ফাতওয়া দেয়া সম্ভব ছিলো না।

উত্তর ঃ এ কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ, ভারত বর্ষের হানাফী আলেমগণের শিরোমনি **শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী** তাঁর রচিত "আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ" (বাংলায় অনূদিত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়) গ্রন্থে অধ্যায় ঃ ৯, তাকলীদ-এ উল্লেখ করেছেন- **"প্রথম ২০০ হিজরীর আগে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করার প্রচলন ছিল না। বরং এসব ফিক্বহী গ্রন্থাবলী পরে রচিত হয়েছে"** এবং তাঁর রচিত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন **৪০০ হিজরীর আগে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা হত না।** আর এ সকল ইমামগণ ৪০০হিজরীর আগেই মারা গিয়েছেন। তাহলে কিভাবে সম্ভব তাদের এই চার মাযহাবের অনুসরণ করা ? অতএব বুঝা গেল যে, এ সকল ইমামদের নামে মাযহাব অনুসরণের দাবী করা তাঁদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইসলাম ধর্মে কি একাধিক গোষ্ঠী রয়েছে?

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস যে মুসলিমদের মাঝে অনেক জাতি রয়েছে। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় এসব জাতিদের পরিচয় সম্পর্কে। তখন তারা বলেন, কেউ শিয়া, কেউ সালাফী, কেউ ওহাবী, কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ মালেকী, কেউ বেরোলভী আরও বিভিন্ন প্রকারের। যদি তাদের প্রশ্ন করা হয় এই বিভিন্ন জাতিগুলো কি কুরআনকেই একমাত্র ধর্ম গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করে? তাদের

সকলেই বলেন, হ্যাঁ। তাহলে এখন বড় একটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। আর তা হলো, যদি সকলের ধর্ম গ্রন্থ একই হয় তাহলে এত জাতি হল কিভাবে? সকলের নাবী তো মুহাম্মাদ ﷺ। তাহলে সকলের কিতাব এক, রসূলও এক কিন্তু জাতি বিভিন্ন!

আশ্চর্য! এ তো গেল সাধারণ মানুষের কথা। যদি আলিমদের জিজ্ঞাসা করা হয় মুসলিমদের মাঝে কি বিভিন্ন জাতি রয়েছে? তখন তারা বলেন, ঠিক জাতি নয় বরং বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী রয়েছে।

আমরা প্রথমেই জেনে নিয়েছি যে, আমাদের মাযহাব ইসলাম। তাহলে কি মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ইসলাম রয়েছে? তাদের এসব কথা থেকে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারলাম, যথা-

১। ইসলাম কয়েক ভাগে বিভক্ত।

২। কুরআন মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করে দেয়। (যেহেতু সকলের দাবী তারা কুরআন মানছেন) অথচ কুরআন এবং হাদিস পড়লে সাধারণ মানুষ এবং অধিকাংশ আলিমের বিরুদ্ধে কথা পাওয়া যায়। যেমন- আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ কুরআন এবং হাদিস) সকলে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা দলে দলে ভাগ হইও না..." -সূরা আলি-ইমরান (৩), ১০৩।

এই আয়াতটি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করল যে, মুসলিমদের দলে দলে ভাগ হওয়া নিষেধ। এখন যারা বলছেন যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন জাতি বা মাযহাব রয়েছে তাদের দাবী কি কুরআনের কথা অনুযায়ী হয়েছে, না কুরআনের বিরুদ্ধে হয়েছে? অবশ্যই কুরআনের বিরুদ্ধে হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের কিছু মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন। যদি আমরা তাদের মেনে চলি তাহলে আমাদের প্রতি আল্লাহ খুশি হবেন বলে জানিয়েছেন এবং আমাদের জান্নাত দেয়ার আশাও দিয়েছেন। সেই মানুষগুলোর কথা কুরআনে এভাবে এসেছে-

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির এবং যারা খাঁটিভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহা সফলতা।" -সূরা তাওবা (৯), ১০০।

হে মুসলিমগণ, ভাল করে লক্ষ্য করুন, মহান আল্লাহ দুটি শর্তের বিনিময়ে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং জান্নাত দিবেন বলে জানিয়েছেন। শর্ত দুটি হল ঃ

(১) প্রথম মুহাজিরদের খাঁটিভাবে অনুসরণ। অর্থাৎ মক্কা থেকে যারা সর্বপ্রথম হিজরত করেছেন তাঁদের খাঁটিভাবে অনুসরণ।

(২) প্রথম আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ। অর্থাৎ যারা মদীনায় প্রথম মুহাজিরদের সর্বপ্রথম আশ্রয় দিয়েছিলেন।

এই দল দুটিকে মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলিমদের জন্য মডেল বানিয়েছেন। এখন কথা হল, এই দুটি দলের মানুষেরা কি বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়েছিলেন বা বিভিন্ন মাযহাব এর অনুসারী ছিলেন? যদি বলা হয়, আবু বকর رضي الله عنه, ওমার رضي الله عنه, উসমান رضي الله عنه, আলী رضي الله عنه তারা কে কোন মাযহাবের অনুসরণ করেছেন? তারা কি হানাফী ছিলেন, শাফেয়ী ছিলেন, মালেকী ছিলেন, হাম্বলী ছিলেন, শিয়া ছিলেন, সালাফী ছিলেন, নাকী আহলে হাদিস ছিলেন? তাদের সকলের মাযহাব ছিল ইসলাম। তারা যদি বিভিন্ন মাযহাবে ভাগ না হয়ে থাকেন তাহলে আমাদেরও বিভিন্ন মাযহাবে ভাগ হওয়া যাবে না। যদি আমরা বিভিন্ন মাযহাবে ভাগ হয়ে যাই তাহলে তো তাঁদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করা হল না। যদি তাঁদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করা না হয় তাহলে আমাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না এবং আমরা জান্নাতও পাব না।

আরও একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকেও এই দুটি দলের (প্রথম মুহাজির ও আনসার) অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন কি প্রশ্ন জাগে না এই দুটি দলের যে মাযহাব ছিল সেই মাযহাবের ইমামের নাম কি? সে উত্তরটি আমাদের সকলের জানা। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ﷺ।

তাই এই দুটি দলের অনুসরণ অনুযায়ী আমাদের মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ। অন্য কেউ নয়। যে ব্যক্তি এই কথার সাথে একমত নন অবশ্যই তিনি মুহাম্মাদ ﷺ কে যথোপযুক্ত সম্মান দেননি। এ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন বিষয় উদ্ভাবন করল যা তাতে (শারী'আতে) নেই তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫৩, বিবাদ-মিমাংসা, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, অন্যের

সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তা বাতিল, হাদিস # ২৬৯৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩০, বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদ'আতী কার্যকলাপ পরিত্যাগ, হাদিস # ১৭,১৮/১৭১৮ (হাদিসটি বুখারীর বর্ণনা)।

যেহেতু রসূল ﷺ এবং তাঁর স্বহাবীগণ বিভিন্ন দলে দলে ভাগ হননি বরং নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন মাযহাব তৈরি করা দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার ছাড়া আর কি? তাই ইসলামকে বিভিন্ন মাযহাবে ভাগ করা হারাম। সাধারণত এক দল আরেক দলকে সহ্য করতে পারে না। কারণ প্রত্যেক দলের অনুসারীর কাছে তার দলের ইমাম অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। যেমন- হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলে থাকে ইমাম আবু হানীফা অন্য তিন মাযহাবের ইমাম থেকে বেশি জ্ঞানী। আর হাম্বলীরা বলে থাকে তাদের ইমাম বেশী জ্ঞানী। এই ভাবে মুসলিমদের মাঝে মাযহাব সৃষ্টি করে অনৈক্যের বিশাল পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। যদি সকলের মাযহাব এক হতো তাহলে এই ভেদাভেদ আর থাকতো না। একজন আরেকজনের সাথে মাযহাব নিয়ে ঝগড়া লাগার সম্ভাবনা থাকতো না।

হে মুসলিমগণ, আপনাদের সচেতনতা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি ইতিহাস পেশ করছি। স্বহাবীদের যুগে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক এক ইয়াহুদী মুসলিম বেশে সর্ব প্রথম মুসলিমদের মাঝে নতুন দল বানিয়েছিল। আর সেই দলটি ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত। দেখুন, ইবনে কাছির রচিত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। মুসলিমদের বিভিন্ন দলে দলে ভাগ করার কাজ ইয়াহুদীদের। কারণ তারা দেখছিল মুসলিমরা যদি এক হয়ে থাকে তাহলে তাদের সাথে পারা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আমাদের বলেন-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ...

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। পরস্পর ঝাগড়া বিবাদ করো না। তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে। তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে।" -সূরা আনফাল (৮), ৪৬।

শিক্ষা ঃ

(১) আমাদের মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ।
(২) কোন আলিমকে মাযহাবের ইমাম বলে আখ্যায়িত করলে রসূল ﷺ কে ছোট করা হয়।
(৩) নাজাত প্রাপ্তির একমাত্র উপায় প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ।
(৪) দ্বীনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হারাম।
(৫) প্রচলিত মাযহাবের ইমামগণের জন্যেও বাধ্যতামূলক ছিল প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করা।
(৬) ইয়াহুদীরা সর্বপ্রথম মুসলিমদের বিভক্ত করেছিল।
(৭) দ্বীনকে বিভক্ত করলে মুসলিমদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

একাধিক গোষ্ঠি সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ (১) ঃ মাযহাবী আলিমগণ বলে যে, কুরআনে মাযহাব অনুসরণ করার জন্য বলা হয়েছে। তাদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ...

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (আমির বা আলিম) রয়েছেন তাদের আনুগত্য কর..." -সুরা নিসা (৪), ৫৯।

আলিমদের আনুগত্য কর, আল্লাহর এই কথা থেকে বুঝা যায় ইসলামে মাযহাব রয়েছে।

উত্তর ঃ কুরআনের এই আয়াত থেকে যদি মাযহাব তৈরির কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে রসূল ﷺ এর স্বহাবীগণ رضي الله عنهم কেন মাযহাব তৈরি করেননি? রসূল ﷺ এর স্বহাবীগণ رضي الله عنهم কুরআনের আয়াতটি পালন না করে কি গুনাহ করেছেন! নাউযুবিল্লাহ। সম্পূর্ণ আয়াতটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (আমির বা আলিম) রয়েছেন তাদের আনুগত্য কর। যদি তোমাদের মাঝে (আলিম বা সাধারণ মুসলিমের) মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরে আস যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও। এটাই উত্তম সুন্দরতম মর্মকথা।" -সূরা নিসা (৪), ৫৯।

আয়াতটিতে আলিমদের আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যদি আলিমগণ কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে তখন (আলিমদের কথা বাদ দিয়ে) আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর কথা মেনে নিতে হবে। আজ পৃথিবীতে যেসব মাযহাব রয়েছে তাতে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তাই কুরআনের আয়াতটি অনুযায়ী সমস্ত মাযহাবের মতবিরোধ বাদ দিয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর কথা গ্রহণ করতে হবে।

তাহলে বুঝা গেল যে, এই আয়াতটি মাযহাব তৈরি করার কথা বলা হয়নি বরং মাযহাব তৈরি না করার কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন (২) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ...

"তাদের (সাধারণ জনগণের) কাছে শান্তি ও ভয় সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌঁছলে তারা তার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি তারা যদি রসূল ও উলিল আমরগণের (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা আলিমগণের) কাছে পেশ করতো তাহলে তারা তার রহস্য উদঘাটন করতে পারতো।" -সূরা নিসা (৪), ৮৩।

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যখনি কোনো শান্তি ও ভয়ের খবর আসবে তখন তার প্রচার না করে রসূল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বা আলিমগণের কাছে তা সোপর্দ করার জন্য। আয়াতটি যদিও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি "শান্তি ও ভয়" শব্দ দু'টি আমভাবে ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া শান্তি ও ভয়ের পরিস্থিতি যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও হতে পারে আবার ধর্মীয় মাস'আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন- কেউ যদি বলে অমুক দিন ক্বিয়ামাত হবে তাহলে নিশ্চয়ই জনগণের মাঝে একটি ভয় বিরাজ করবে। ঐ পরিস্থিতিতে এ আয়াতের শিক্ষানুযায়ী ঐ খবর প্রচার না করে আলিমগণের কাছে তা সোপর্দ করে সঠিক উত্তর নিতে হবে।

অতএব, এ আয়াতে শারীয়াহ্'র মাস'আলা আলিমগণের কাছে সোপর্দ করার কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মাযহাব রয়েছে।

উত্তর ঃ উক্ত আয়াতটি যদিও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এসেছে। তথাপি "শান্তি ও ভয়" শব্দ দু'টি আমভাবে ব্যবহার হওয়ায় আয়াতটি শারীয়াহ'র যাবতীয় আহকাম ও বিধানও উদ্দেশ্য। তারপরও আয়াতটি দ্বারা মাযহাব প্রমাণিত হয় না। কারণ, আয়াতটি যদি মাযহাব প্রমাণে দালিল হত তাহলে স্বহাবীগণ মাযহাব তৈরী করতেন। কিন্তু স্বহাবীগণ মাযহাব তৈরী করেননি।

আয়াতটিতে বুঝানো হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ যেহেতু ধর্মীয় ব্যপারে জ্ঞান কম রাখে তাই যখনি কোনো শান্তি ও ভয়ের খবর পাবে তখনি তা প্রচার না করে আলিমগণের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে শারীয়াহ্'র মাঝে এমন কোনো কথা রয়েছে কি'না। কোন আলিমের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা আর মাযহাব তৈরী এক বিষয় নয়। কারণ, তাবেঈগণ স্বহাবীদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাস'আলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

আর সাহাবীগণও তার উত্তর দিয়েছিলেন। তাই বলে কি স্বহাবীগণের নামে মাযহাব চালু হয়েছিল ? অবশ্যই হয়নি। তাহলে পরবর্তী ইমামগণের ফায়সালার উপর ভিত্তি করে কেন তাদের নামে মাযহাব তৈরী করা হলো ? এর কোনো উত্তর মাযহাবের অনুসারী কোনো আলিম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দিতে পারবে না ইনশা....আল্লাহ।

বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। যদি এই আয়াতে মাযহাব হওয়া বুঝাতো তাহলে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তারা সকলেই মাযহাব তৈরী করে যেতেন। কিন্তু তারা মাযহাব তৈরী করে যাননি। তারা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা মাযহাব তৈরী করা বুঝাননি।

যারা মাযহাবের অনুসারী তারা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই চার ইমাম তাদের থেকে জ্ঞানী। আশ্চর্যের বিষয় হলো যাদের নামে মাযহাব তৈরী করা হলো তারা কেউ কুরআন ও হাদিসে মাযহাব তৈরী করার দালিল পাননি। কিন্তু তাদের অনুসারীগণ পেয়ে গেলেন ! সত্যি হাস্যকর।

অতএব, এ আয়াতটি মাযহাব তৈরীর ক্ষেত্রে কোনো দলিল নয়।

প্রশ্ন (৩) ঃ এই চার মাযহাব থাকার কারণে, পৃথিবীতে সকল হাদিসের উপরে আ'মাল একই সাথে হচ্ছে। তাই মাযহাব আল্লাহ'র একটি রহমত যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

উত্তর ঃ এই কথাটি একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, পৃথিবীতে মাযহাব আসার পূর্বেই সাহাবাদের উত্তম যুগ অতিবাহীত হয়েছে। এই বিষয়ে মাযহাবীদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই রসূলুল্লাহ ﷺ এর পরেই স্বহাবীদের যুগ সর্বোত্তম। তাই এই কথা বিশ্বাস করা ঈমানের একটি দাবী যে, স্বহাবীগণ এই উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে আ'মালদার অর্থাৎ তাঁরা কুরআন ও হাদিসের বেশি অনুসারী। তাহলে কি স্বহাবীদের যুগে সকল হাদিসের উপর আ'মাল হয়নি? যে এ কথা দাবী করবে, তার ঈমান কোথায় গিয়েছে !

অতএব, যারা বলে থাকে যে, "এই চার মাযহাব থাকার কারণে, পৃথিবীতে সকল হাদিসের উপরে আ'মাল একই সাথে হচ্ছে" অর্থাৎ চার মাযহাব না আসলে একই সাথে সকল হাদিসের উপরে আ'মাল করা হতো না। এই দাবীটা কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে, মাযহাবীদের যুগটাই সর্বোত্তম। যেহেতু তাদের যুগেই সকল হাদিসের উপর আ'মাল হচ্ছে।

এ ধরণের কথা স্বহাবীদের যুগকে খাট করার সমতুল্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

প্রশ্ন (৪) ঃ যেহেতু আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালেক, হাম্বল ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর কোন ইমাম দেন নাই। সে জন্য মাযহাব চারটি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

উত্তর ঃ এই কথাটি মোটেই সঠিক নয়। ইসলামে অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে এই চার ইমাম কোন কথাই বলেননি। যেমন-

(ক) ইমাম আবু হানিফা ঃ তার স্বলিখিত কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই। নেই তার ছাত্র আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদের। হেদায়া কিতাবে ইমাম আবু হানিফার নামে যে সকল মাসআলা রয়েছে তা সত্যিই আবু হানিফা বলেছেন কিনা তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই যারা বলে আবু হানিফা ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয়ের মাসআলা দিয়েছেন তাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(খ) ইমাম মালেক ও (গ) ইমাম শাফেয়ী ঃ সলাতুত তাসবীহ নামাজ বলতে কিছু আছে কিনা তা এই দুই ইমাম জানতেন না এবং বর্তমানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন আমরা হচ্ছি তারও কোন সমাধানের ইঙ্গিত তারা দিয়ে যাননি। যেমন-

উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস রাত থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে সলাত এবং সিয়ামের মাসআলা কি হবে তা পূর্বের ইমামগণ বলেন নাই। কারণ তারা জানতেনই না যে এমন কোন জায়গা পৃথিবীতে রয়েছে।

টেস্ট টিউবের মাধ্যমে এখন যে বাচ্চা ভুমিষ্ট হচ্ছে তা কি জায়েয না হারাম এই ইমামগণের থেকে কোন মাসআলা জানা যাবে না। কারণ তখন এই সমস্যার সৃষ্টি হয়নি ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যা রয়েছে।

(ঘ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ঃ উনার ক্ষেত্রেও একই কথা। বর্তমান যুগের যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার কোন মাসআলা উনার থেকে এখন পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ-

জিহাদের ময়দানে আত্মঘাতী হামলা কি জায়েয না হারাম ইত্যাদি। তাই যারা বলে এই চার ইমাম ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন তারা ভুল বলেছে নয়তো মিথ্যা বলেছে।

প্রশ্ন (৫) ঃ কোন কোন মাযহাবী আলিমগণ বলে যে, অনেকগুলো মাযহাব হয়ে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত চারটি মাযহাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

উত্তর ঃ এতগুলো মাযহাবকে কাটছাঁট করে কে সীমাবদ্ধ করেছেন? আল্লাহ না তাঁর রসূল ﷺ। নতুন করে কি মাযহাবীদের কাছে অহী আসে নাকি? অহীর দরজা তো রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত একটি অহীর দরজা খোলা থাকবে। আল্লাহ বলেন-

...وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ...

"নিশ্চয় শয়তানরা তাদের আওলীয়ার কাছে অহী করে"। -সূরা আন-আনআম (৬), ১২১।

অতএব কেউ যদি এখন বলে যে, ইসলামের মধ্যে মাযহাব রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত চারটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে সে শয়তানের অহীর অনুসারী।

প্রশ্ন (৬) ঃ যদি মাযহাবকে সীমাবদ্ধ না করা হয় তাহলে এত মাযহাবের মধ্যে জনসাধারণ কার মাযহাব মানবে?

উত্তর ঃ যেহেতু ধর্মীয় ব্যাপারে একেক ইমাম একেক মাযহাব অর্থাৎ মতামত দিয়েছেন তাই ধর্ম মেনে চলা কষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (আমির বা আলিম) আছে তাদের আনুগত্য কর। যদি তোমাদের মাঝে (অর্থাৎ আলিম ও সাধারণ মুসলিম) মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরে আস। যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ আর আখিরাতের দিনে। ইহাই উত্তম, সুন্দরতম মর্মকথা।" -সূরা নিসা (৪), ৫৯।

এই আয়াত অনুযায়ী যে ইমামের মাযহাব অর্থাৎ মতামত আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর সাথে মিলবে তার মতামত আমরা মানব। আর যার মাযহাব অর্থাৎ মতামত আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ﷺ সাথে মিলবে না তার মতামত মানব না।

প্রশ্ন (৭) ঃ মাযহাবী আলিমগণ বলে, কুরআন এবং হাদিসে সকল বিষয়ের সমাধান পাওয়া যায় না; সমাধান দিয়েছে মাযহাব; তাই মাযহাব মানা ফরজ।'

উত্তর ঃ এই কথাটি একটি কুফরি কথা। মহান আল্লাহ বলেন-

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...

"আমি তোমার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে সকল বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।" -সূরা আন-নাহল (১৬), ৮৯।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ...

"অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে সকল বিষয় বর্ণনা করেছি।" -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭), ৮৯।

তাই যারা বলে যে, কুরআন এবং হাদিসে সকল বিষয়ের সমাধান নেই তারা কুরআনের এই আয়াতগুলিকে বিশ্বাস করে না। আর যারা কুরআনের আয়াতকে অবিশ্বাস করে তারা স্পষ্ট কাফির। যারা বলে, কুরআন এবং হাদিসে সকল বিষয়ের সমাধান নেই সমাধান রয়েছে মাযহাবের কিতাবের মধ্যে। তার মানে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর কথা মানুষকে সকল বিষয়ের সমাধান দিতে পারে নাই? পেরেছে মাযহাবের ইমামগণ! এসব কথা বলে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ছোট করেছে তাদের বড় কাফির বলা ছাড়া কোন পথ নেই।

প্রশ্ন (৮) ঃ মু'আয رضي الله عنه এর সঙ্গীগণ হতে বর্ণিত আছে,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِيْ فَقَالَ اَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِيْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

"রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আযকে رضي الله عنه ইয়েমেনে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করেন তুমি কিভাবে বিচার করবে ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه) বললেন, আমি আল্লাহ'র কিতাব অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, যদি আল্লাহ'র কিতাবে না পাওয়া যায় ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه বললেন, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ (হাদিস) অনুযায়ী বিচার করবো। তিনি ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতেও না পাও ? তিনি (মু'আয رضي الله عنه) বললেন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করবো। তিনি ﷺ বললেন, সকল প্রসংশা সেই আল্লাহ'র যিনি আল্লাহ'র রসূলের প্রতিনিধিকে এরূপ যোগ্যতা দান করেছেন। **-তিরমিযি,** অধ্যায় ঃ ১৩, কিতাবুল আহ্কাম, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, বিচার কিভাবে ফায়সালা করবে, হা. নং ১৩২৭।

এই হাদিস অনুযায়ী বুঝা যায় যে, কুরআন এবং হাদিসে কিছু-কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। সেই পরিস্থিতিতে নিজস্ব বিবেক দিয়ে ফায়সালা করতে হবে। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনানুযায়ী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিবেক দিয়ে ফায়সালা দিতে হবে। এজন্যই ফক্বীহগণ যুগের প্রয়োজনানুযায়ী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছে।

উত্তর ঃ এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। হাদিসটি তিনটি কারণে যঈফ (দূর্বল)। **(১)** এটি মুরসাল, **(২)** বর্ণনাকারী মু'আয رضي الله عنه এর সাথীগণ মাজহুল, **(৩)** হারেস ইবনুল আমর "মাজহুল" (অপরিচিত)। এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদিসটি সহিহ নয়। ইবনু হাযম বলেন, এ হাদিসটি বাতিল, এর কোনো ভিত্তি নেই (আত-তালখীস, পৃষ্ঠা ঃ ৪০১)। তাই হাদিসটি দালিলের জন্য অযোগ্য। তাছাড়া হাদিসটি কুরআনের আয়াতেরও বিরোধী। আল্লাহ্ বলেন,

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ...

"...আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা'তে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে..."-সূরা নাহল (১৬), ৮৯।

আয়াতটি বলছে আল্লাহ'র কিতাবে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। আর হাদিসটি বলছে। আল্লাহ'র কিতাবে যদি না পাওয়া যায়। যা কি'না আল্লাহ্'র কিতাবের এই আয়াতের বিরোধী। এ হাদিসটি কুরআনের আরো একটি আয়াতের বিরোধী। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"আমার রসূল নিজের মন থেকে কিছু বলেন না। বরং তাঁর কাছে যা ওয়াহী হয় সে তারই অনুরসণ করে।" -সূরা নাজম, (৫৩), ২-৩।

এ আয়াতটি বলছে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজের বিবেক দিয়ে কোনো ফায়সালা দিতেন না। সেখানে তিনি ﷺ কিভাবে তার স্বহাবিকে বিবেক দিয়ে ফায়সালা করার অনুমতি দিতে পারেন? আসল কথা হলো, হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। কুরআনের আয়াতেরও বিরোধী। তাই, হাদিসটি দালিলের দিক থেকে একেবারেই অযোগ্য।

অতএব, কেউ যদি নিজস্ব বিবেক দিয়ে ফায়সালা দেন তাহলে আল্লাহ্'র সাথে চরম বেয়াদবী হবে। কারণ, আল্লাহ-ই একমাত্র বিধান দাতা। মহান আল্লাহ বলেন,

...اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ... "সৃষ্টি যাঁর বিধানও তাঁর" -সূরা আ'রাফ (৭), ৫৪।

প্রশ্ন (৯) ঃ যদি কেহ তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে মাদানী, আযহারী, নদভী, দেওবন্দী ইত্যাদি পরিচয় দিতে পারে তাহলে কেন হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী, পরিচয় দেয়া যাবে না ?

উত্তর ঃ ভাই মাদানী, আযহারী, নদভী, দেওবন্দী ইত্যাদি পরিচয়গুলো কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় নয় বরং গুণগত পরিচয়ের নাম। কিন্তু হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী,

মালেকী সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের নাম। কোনো গুণগত পরিচয়ের নাম নয়। যে কারণে, এই ধরণের সাম্প্রদায়িক পরিচয়গুলো কুরআন-হাদিস মোতাবেক বৈধ নয়। কুরআন এবং হাদিসে আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় দেয়া হয়েছে **"মুসলিম . মু'মিন . ইবাদুল্লাহ্"**। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

...هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا...

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিম" পূর্বেও এবং ইহাতেও (কুরআনে)....." -সূরা হাজ্জ (২২), ৭৮।

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَادْعُوْا بِدَعْوَ اللّٰهِ الَّذِيْ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ.

"...সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্ তায়ালার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে, যিনি তোমাদেরকে "মুসলিম, মু'মিন ও ইবাদুল্লাহ্ নাম রেখেছেন।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪১, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, স্বলাত, স্বওম ও দান স্বদক্বাহ্'র উপমা, হাদিস # ২৮৬৩।

প্রশ্ন (১০) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ...

"যাঁরা প্রথম শ্রেণীর মুহাজির এবং আনসার...." -সূরা তাওবাহ (৯), ১০০।

এই আয়াতে আল্লাহ মুহাজির এবং আনসার কত সুন্দর দু'টি নাম ব্যবহার করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় আমাদের শুধু মুসলিম নামেই আল্লাহ অভিহিত করেননি বরং আরো বেশকিছু সুন্দর নামও দিয়েছেন। এথেকেই বুঝা যায় মুসলিম হওয়ার পাশা-পাশি যদি আমরা মুহাজির এবং আনসার হতে পারি তাহলে মুসলিম হওয়ার পাশা-পাশি আমরা হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকীও হতে পারি।

উত্তর ঃ মুহাজির এবং আনসার এই নাম দু'টি গুণবাচক নাম। কিন্তু হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী কি গুণবাচক নাম ? নিশ্চয়ই এই ধরণের মূর্খের মতো কথা আপনারা বলবেন না ! আর আপনারাইতো বললেন মুহাজির এবং আনসার নাম দু'টি কত সুন্দর, তাহলে সুন্দর নামগুলো বাদ দিয়ে হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী নাম ধারণের জন্য এত আগ্রহী হলেন কেন ? সত্যিই আপনাদের ব্যাখ্যাগুলো হাস্যকর। স্বহাবীগণ رضي الله عنهم মুহাম্মাদ ﷺ থেকে শারী'আহ'র ব্যাখ্যা গ্রহণ করার কারণে কি নিজেদেরকে মুহাম্মাদী নামে পরিচয় দিয়েছিলেন ? আপনারা কি আবু বাকার মুহাম্মাদী, ওমার মুহাম্মাদী, উসমান মুহাম্মাদী, আলী মুহাম্মাদী বলে তাদের পরিচয় উল্লেখ করেন? নিশ্চয়ই না। অতএব, এই ধরণের মনগড়া ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কুরআন এবং হাদিস আমাদের যে নাম দিয়েছে তা গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহ'কে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

...هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا...

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিম" পূর্বেও এবং ইহাতেও (কুরআনে)....." -সূরা হাজ্জ (২২), ৭৮।

প্রশ (১১) ঃ আহলে হাদীসগণ তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশি হয়ে বলতেন-

اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَاَ الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَاَنْ نَفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ فَاِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَاَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস্ প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীস বুঝবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলে হাদীস'।" **-মুস্তাদরাকে হাকিম,** সহীহ, ২৯৮।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা অনুযায়ী আমাদের পরিচয় 'আহলে হাদীস' বলা যাবে। এই ব্যাখ্যাটি কি সঠিক?

উত্তর ঃ না ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ; রসূলুল্লাহ্ ﷺ জাতিগত পরিচয় হিসেবে 'আহলে হাদীস' বলেননি। বরং তিনি যুবকদেরকে হাদীসের অনুসারী হবে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। কারণ আহলে হাদীস শব্দের অর্থ হাদীসের অনুসারী। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাতিগত পরিচয় হিসেবে 'আহলে হাদীস' বলতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং স্বহাবীগণ رضي الله عنهم সকলেই নিজেদের 'আহলে হাদীস' বলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু তাঁরা দেননি। মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন-

...وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

"তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা"। -সূরা আলি ইমরান (৩), ১০২।

এখানে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে বলেছেন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। কিন্তু 'আহলে হাদীস' না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা একথা বলেননি। তাহলে বুঝা গেল আমরা হাদীসের অনুসারী হবো কিন্তু জাতিগত পরিচয় হবে "মুসলিম"।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন- ...هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا...

"...তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের নাম রেখেছেন "মুস্‌লিম" পূর্বেও এবং ইহাতেও (অর্থাৎ কুরআনেও)। -সূরা হাজ্জ (২২), ৭৮।

এই আয়াত অনুযায়ী বুঝা যায় আমাদের জাতিগত পরিচয়ের নাম আল্লাহ্ "মুসলিম"

রেখেছেন। কিন্তু আহলে হাদীস নাম জাতিগত পরিচয় হিসেবে কুরআন ও হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...

তোমাদের জন্য আল্লাহ্'র রসূলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। -সূরা আহযাব (৩৩), ২১।

অতএব, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদর্শানুযায়ী আমাদের জাতিগত পরিচয় হবে "মুসলিম . মু'মিন . ইবাদুল্লাহ্" অন্যকিছু নয়।

প্রশ্ন (১২) ঃ কোন কোন মুসলিম ভাই রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের বরাত দিয়ে বলেন- আইশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা رضي الله عنها কে উল্লেখ করে বলেছিলেন- ...فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَالَكِ... "...নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম সালফ্" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৪৪, স্বহাবীগণের رضي الله عنهم মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৫, নাবী ﷺ এর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها এর মর্যাদা, হাদিস # ৯৮/২৪৫০।

যেহেতু রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেকে ' سَلَف সালফ্' পরিচয় দিয়েছেন তাই আমরাও নিজেদেরকে 'سَلَف সালফ্' অর্থাৎ সালাফী পরিচয় দিতে পারবো।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, 'سَلَف সালফ্' শব্দের অর্থ পূর্ব পুরুষ। রসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন বাবা হিসেবে তাঁর সন্তান ফাতেমা رضي الله عنها -কে অবশ্যই বলতে পারেন আমি তোমার জন্য উত্তম পূর্ব পুরুষ। কিন্তু সকল বাবা কি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মত উত্তম পূর্ব পুরুষ হতে পারবেন ? কখনই নয়। বাবাতো সন্তানদের পূর্ব পুরুষ হবেন-ই। তাই এখানে রসূলুল্লাহ্ ﷺ জাতিগতভাবে ' سَلَف সালফ্' শব্দটি ব্যবহার করেননি বরং পূর্ব পুরুষ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এ জন্যেই আমাদের জাতিগত পরিচয় 'সালাফি' হতে পারে না। বরং আমাদের জাতিগত পরিচয় হবে 'মুসলিম, মু'মিন ও ইবাদুল্লাহ্'। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

...هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا...

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন "মুসলিম" পূর্বেও এবং ইহাতেও (কুরআনে)..." -সূরা হাজ্জ (২২), ৭৮।

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...فَادْعُوْا بِدَعْوِ اللّٰهِ الَّذِيْ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ.

"...সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্ তায়ালার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে, যিনি তোমাদেরকে "মুসলিম, মু'মিন ও ইবাদুল্লাহ্ নাম রেখেছেন।" **-তিরমিযী,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৪১, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮, স্বলাত, স্বওম ও দান স্বদ্ক্বাহ্'র উপমা, হাদিস # ২৮৬৩।

তাই কুরআন এবং হাদিস অনুযায়ী আমাদের পরিচয় হবে 'মুসলিম, মু'মিন, ইবাদুল্লাহ্'। 'সালাফি, আহলে হাদীস, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী, শাফেয়ী, শীয়া, আহলে কুরআন ইত্যাদি নয়।

প্রশ্ন (১৩) ঃ বর্তমান বিশ্বে আজ মুসলিমগণ আক্বিদাহ্গতভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। তাই সহীহ্ আক্বিদাহ্'র মুসলিমদের পরিচয়ের জন্য একটি নাম ব্যবহার করা সময়ের দাবীও বটে। সেই নামটি হচ্ছে "সালাফি" বা "আহলে হাদিস"।

উত্তর ঃ বুঝটি সঠিক নয়। কারণ, স্বহাবীদের رضي الله عنهم যুগেই খারেজী, জাহমিয়া ইত্যাদি বাতিল ফেরক্বার আবির্ভাব হয়েছিল। তখন কি স্বহাবীগণ رضي الله عنهم বা সহীহ আক্বিদাহ'র মুসলিমগণ নিজেদের পরিচয়ের জন্য নতুন নাম ব্যবহার করেছিলেন ? না, এমনটি কক্ষনো হয় নি। বরং তাঁরা সর্বাবস্থায় নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

তাছাড়া বর্তমানে যারা "সালাফি" বা "আহলে হাদিস" রয়েছে তাদের মাঝেও আক্বিদাহ্গত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- তারা কেউ কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ ব্যবহার করাকে বৈধ বলেছেন আবার কেউ শিরক বলেছেন। এরকম তাদের মাঝেও আক্বিদাহগত আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই আমাদেরকে এসব নতুন নাম ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, এসব নতুন নাম সমূহ ব্যবহার করা বিদ'আহ্ হবে।

অতএব, কুরআন-হাদিস এবং সাহাবাদের رضي الله عنهم আদর্শানুযায়ী আমাদের জাতিগত পরিচয় "মুসলিম . মু'মিন . ইবাদুল্লাহ্" হবে।

প্রশ্ন (১৪) ঃ আমাদের প্রধান কিতাব চারটি যাবুর, তাওরাত,ইঞ্জিল এবং কুরআন। প্রধান মালাইকাহ (ফেরেশতা) চারজন জিবরীল, মীকাইল, ইস্রাফিল, মালাকুল মাউত। প্রধান খলীফাহ চারজন আবু বাকার رضي الله عنه, ওমার رضي الله عنه উসমান رضي الله عنه ও আলী رضي الله عنه এবং আমাদের ক্বিবলা কা'বাঘরটিও চারকোণ বিশিষ্ট। এজন্যই বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামেও চারটি মাযহাব রয়েছে।

উত্তর ঃ এই ধরণের মূর্খের মতো ব্যাখ্যা শুনে সত্যিই আমরা হতবাক ! এই ধরণের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্বহাবীগণ رضي الله عنهم এবং আপনারা যে চার ইমামের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করেন তারাও বুঝেননি। মনে হয়, আপনি এঁদের থেকেও বেশী জ্ঞান রাখেন ! আপনাকেই মাযহাবের ইমাম বানানোর প্রয়োজন ছিল ! যাই হোক আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐ অনুযায়ীতো ইসলামের খুঁটিও চারটি হওয়ার প্রয়োজন

ছিল কিন্তু ইসলামের খুঁটি পাঁচটি। এই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"ইসলামের খুঁটি পাঁচটি (১) আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (দ.) আল্লাহ'র রসূল এই কথার স্বাক্ষ্য দেয়া, (২) সলাত ক্বায়িম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হাজ্ব সম্পাদন করা, (৫) রমজানে স্বওম পালন করা।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ২, তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান, হাদিস # ৮।

তাই এভাবে চার চার মিলিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা দেয়া সঠিক নয়। যদি সঠিক হতো তাহলে ইসলামের খুঁটিও চারটি হতো পাঁচটি নয়।

অতএব, এই ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কুরআন এবং হাদিস অনুসরণ করুন। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ...

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা মেনে চলো আর তাছাড়া (অবতীর্ণ বিষয় ছাড়া) অন্যকোনো আউলিয়ার অনুসরণ করোনা।" -সূরা আ'রাফ (৭), ৩।

কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বলীদ

তাক্বলীদ تَقْلِيْد **অর্থ ঃ**
হার পরানো, গলায় পরানো, গলায় ঝুলানো, অর্পণ করা (পশুকে চালানোর জন্য) গলায় দড়ি বাঁধা -**মু'জামুল ওয়াফী,** প্রকাশকাল # মে ২০১২ইং, রিয়াদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা # ৮০০। যেমন হাফসাহ্ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا হতে বর্ণিত,

...قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ...

"...রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি আমার মাথার তালবিদ করেছি এবং আমার কুরবানীর পশুকে "ক্বিলাদা (গলায় দড়ি)" পরিয়েছি..." -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৫, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭, উঁট এবং গরুর জন্য ক্বিলাদা পাকানো, হাদিস # ১৬৯৭।

শারী'আহ্'র বিষয়ে ওয়াহী ছাড়া অন্য কারোর তাক্বলীদ করা শিরক্ এবং কুফর

তাক্বলীদ অর্থ মূলত বুঝানো হয় যে, কোন আলিমকে নিজের সাথে বেঁধে নেওয়া। অর্থাৎ ঐ আলিম শারী'আহ্'র বিষয়ে যা বলবেন তিনি তাই মেনে নিবেন কুরআন ও

হাদিসের দালিল ছাড়া। এভাবে কারো অনুসরণ করা মূলত শিরক্ এবং কুফর। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ.

"যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঐ বিষয়ের অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে বরং আমরা তারই উপর চলবো যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝতো না এবং সঠিক পথে চলতো না, তবুও। **এই কাফিরদের তুলনা** সেই ব্যক্তির মত যে এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনেনা। বধির, মূক ও অন্ধ কাজেই তারা বুঝবে না। -সূরা বাক্বরহ্ (২), ১৭০-১৭১।

এই আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিষয় বাদ দিয়ে নিজেদের বাপ-দাদাদের অনুসরণ করে অর্থাৎ বাপ-দাদাদের তাক্বলীদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ কাফির বলেছেন। ঠিক এই কাফিরদের মতই বর্তমানে যারা মাযহাবের অনুসারী তারা চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ করে তাদের বাপ-দাদাদের মাযহাব অনুযায়ী। অর্থাৎ বাবা যদি হানাফী হয় তাহলে ছেলেও হানাফী হয় এবং বাবা যদি শাফিঈ হয় তাহলে ছেলেও শাফিঈ হয়। যে কারণে এইভাবে মাযহাবের অনুসরণ করা শিরক্-কুফর হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ...

"তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে...।" -সূরা তাওবাহ্ (৯), ৩১।

এই আয়াতের তাফসীরে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আদী বিন হাতিম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ কে বলেছেন,

...وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا اَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ وَاِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ

"তোমাদের আলিমগণ যদি আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা যদি হারাম করত তোমরা কি হারাম বলে মেনে নিতে না এবং তোমাদের আলিমগণ যদি আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা যদি হালাল করত তোমরা কি হালাল বলে মেনে নিতে না? (এভাবেই তোমরা আলিমগণের ইবাদাত করেছ)। -**তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৪৪, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তাওহবাহ ৩১ নং আয়াত, হাদিস # ৩০৯৫।

এই হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় আলিমগণকে অন্ধভাবে মেনে নিলে তা আল্লাহ্'র ইবাদাত না হয়ে আলিমগণের ইবাদত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অন্ধভাবে আলিগণের তাক্বলীদ করলে তা আলিমগণের ইবাদাত হবে। যে কারণে শারী'আহ্'র বিষয়ে ওয়াহী ছাড়া কারো তাক্বলীদ করলে তা শিরক এবং কুফর হবে।

তাক্বলীদ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاِذَا جَاۤئَهُمۡ اَمۡرٌ مِّنَ الۡاَمۡنِ اَوِ الۡخَوۡفِ اَذَاعُوۡا بِهٖ ؕ وَلَوۡ رَدُّوۡهُ اِلَى الرَّسُوۡلِ وَاِلٰۤى اُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ الَّذِيۡنَ يَسۡتَنۡۢبِطُوۡنَهٗ مِنۡهُمۡ...

"তাদের (সাধারণ জনগণের) কাছে শান্তি ও ভয় সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌঁছলে তারা তার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি তারা যদি রসূল ও উলিল আমরগণের (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা আলিমগণ) কাছে পেশ করতো তাহলে তারা তার রহস্য উদঘাটন করতে পারতো।" -সূরা নিসা (৪), ৮৩।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে সকল লোকদের সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা নেই তাদের উচিৎ ঐ সকল লোকদের তাক্বলীদ করা যারা গবেষণা ও সুক্ষ্ম বিচার করতে পারে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, **কিছু লোক রয়েছে যারা কোন খবর পেলেই তা রটিয়ে দেয়। তাদেরকে তা না রটিয়ে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বা উলিল আমরের নিকট থেকে যাচাই করার কথা বলা হয়েছে।** যেহেতু এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ যাচাই করতে বলেছেন তাহলে কোনোভাবেই আয়াতটি তাক্বলীদ করার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় না। বরং আয়াতটি তাহ্ক্বীক্ব (যাচাই-বাছাই) করতে বলেছে এবং তাক্বলীদ করা যাবে না, এই শিক্ষাই দিয়েছে।

প্রশ্ন (২) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَّاتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ...

"যে আমার অভিমূখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে।" -সূরা লুকমান (৩১), ১৫।

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ ওয়ালাদের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে হবে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। কারণ প্রশ্নকারী আয়াতের প্রথম অংশটি উল্লেখ করেননি। আয়াতটি লক্ষ্য করুন-

وَاِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنۡ تُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَصَاحِبۡهُمَا فِى الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا ۖ وَّاتَّبِعۡ سَبِيۡلَ مَنۡ اَنَابَ اِلَىَّ...

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে জোর করে আমার সাথে শিরক করার জন্য যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিমূখী হয় তার পথ অনুসরণ করবে...।" -সূরা লুকমান (৩১), ১৫।

আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, বলা হয়েছে পিতা-মাতা আল্লাহ্'র সাথে শিরক করতে বললে তাদের কথা মান্য করা যাবে না। বরং যারা আল্লাহ্'র পথে চলে

তাদের কথা মানতে হবে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্'র সাথে শিরক বা কুফরীমূলক কথা বলে না। তাদের কথা মানতে হবে। এখন কার কথা শিরক বা কুফরী তা বুঝবেন কি করে? এটা বুঝতে হলে কুরআন বা হাদিসের দালিলসহকারে যারা কথা বলে তারাই মূলতঃ আল্লাহ'র পথে রয়েছেন। যদি বিনা দালিলে কারো কথা মানা হয় অর্থাৎ তাক্বলীদ করা হয় তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন তার বক্তব্য কি শিরক-কুফর হয়েছে না'কি সঠিক হয়েছে? এটা বুঝতে হলে অবশ্যই তাদের কথা যাচাই করে নিতে হবে। তাহলেই বুঝা যাবে কে আল্লাহ্'র পথে রয়েছে। তা'না হলে বুঝা সম্ভব নয়। অতএব, আয়াতটি কোনভাবেই তাক্বলীদের পক্ষে কথা বলেনি।

প্রশ্ন (৩) ঃ হুযাইফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ...

"নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার পরে আবু বাকার ও ওমারের অনুসরণ করবে।" **-তিরমিযী,** সহীহ্ লি-গইরিহী, অধ্যায় ঃ ৪৬, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, আবু বাকার ও ওমার (রা.)গণের গুণাবলী, হাদিস # ৩৬৬২, ৩৬৬৩।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় কুরআন ও সুন্নাহ্ ছাড়াও অন্যকোন ব্যক্তির তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা যায়। অতএব, বুঝা গেল যে, হানাফী, শাফীঈ, মালিকি ও হাম্বলী মাযহাবের তাক্বলীদ করলে দোষণীয় হবে না।

উত্তর ঃ এই বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা থেকে আল্লাহ্'র আশ্রয় চাচ্ছি। যদি এই হাদিস দিয়ে তাক্বলীদ বুঝে থাকেন তাহলে আবু বাকার ও ওমারের নামে মাযহাব না করে অন্যদের নামে করলেন কেন? এটাকি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদেশ অমান্য হয়ে গেল না? এটাই কি আপনাদের রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আনুগত্যের নমুনা! আসলে তাক্বলীদ আপনাদের মাথা নষ্ট করে দিয়েছে। যে কারণে সব সময়ই খুজতে থাকেন কিভাবে তাক্বলীদকে জায়েয বানানো যায়। এই হাদিসটি বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

اُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُوْنَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيْهَا اُنَاسًا فَاَمَرَ بِهَا عُمَرُ اَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاشَاْنُ هٰذِهٖ قَالُوْا مَجْنُوْنَةُ بَنِىْ فُلَانٍ زَنَتْ فَاَمَرَ بِهَا عُمَرُ اَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ يَاَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَبْرَاَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هٰذِهٖ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَىْءَ قَالَ فَاَرْسِلْهَا قَالَ فَاَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ...

"একদা যিনার অপরাধে জনৈকা পাগলীকে ধরে এনে ওমার رضي الله عنه এর নিকট হাজির করা হয়। তিনি এ ব্যাপারে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। এই সময় আলী رضي الله عنه তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি প্রশ্ন করলেন এর কি হয়েছে? উপস্থিত লোকেরা বলল সে অমুক গোত্রের পাগল মহিলা। সে যিনা করেছে। ওমার رضي الله عنه তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, তাকে নিয়ে ফিরে যাও। অতপর, তিনি (আলী ﵁) ওমার ﵁ এর নিকট এসে বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন আপনি কি জানেন না ৩ ধরণের লোকের উপর থেকে ক্বলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। **(ক)** পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়, **(খ)** ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, **(গ)** অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। ওমার ﵁ বললেন, হ্যাঁ। আলী ﵁ বললেন তাহলে তাকে পাথর মারা হবে কেন? তিনি বললেন কোন কারণ নেই। আলী ﵁ বললেন তবে তাকে ছেড়ে দিন। বর্ণনাকারী বললেন, ওমার ﵁ তাকে ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। **-আবু দাউদ,** সহীহ, অধ্যায় ঃ ৩৩, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৬, পাগল চুরি বা হাদ্দযোগ্য অপরাধ করলে, হাদিস # ৪৩৯৯।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। আলী ﵁ যখন ওমার ﵁ এর ভুল ধরলেন তখন কিন্তু ওমার ﵁ বলেননি যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার আনুগত্য করতে বলেছেন তারপরেও তুমি আমার ভুল ধরেছ কেন? বরং ওমার ﵁ তাঁর ভুল স্বীকার করে ভুলটি শোধরে নিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, ওমার ﵁ এর অনুসরণও কুরআন এবং হাদিসের আলোকে হতে হবে তাক্বলীদের আলোকে নয়। এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে নিম্নোক্ত হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مَنْ اَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْئَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلالٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ اِنَّ اَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَرَئَيْتَ اِنْكَانَ اَبِيْ نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَاَمْرُ اَبِيْ يُتَّبَعُ عَنْ اَمْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

"সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ শামের এক লোক থেকে শুনেছেন সে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵁ কে প্রশ্ন করেছিলেন তামাত্তু হাজ্জ জায়েজ না'কি নাজায়েয? তিনি বললেন জায়েয। প্রশ্নকারী বললেন, আপনার পিতাতো (ওমার ﵁) এটা নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমার ﵁ বললেন আমাকে বল আমার আব্বা নিষেধ করেছেন আর রসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন এখন আমার আব্বার নির্দেশ মানব না'কি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশ মানবো? প্রশ্নকারী বললেন, বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর হুকম-ই মানতে হবে। ইবনু ওমার ﵁ বললেন, আসল বিষয় হলো রসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু হাজ্জ করেছেন।" **-তিরমিযী,** সহীহ, অধ্যায় ঃ ৭, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৩, তালবিয়া পাঠ করা, হাদিস # ৮২৪।

এই হাদিস থেকে আরো বুঝা গেল যে, স্বহাবায়েকিরামগণ ওমার ﵁ এর তাক্বলীদ করতেন না। তাহলে কি স্বহাবায়েকিরামগণ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদেশ লংঘণ করেছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ্) মোটেই নয়। তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু বাকার ও ওমার্ ﵁ এর অনুসরণ করতে বলতে কি বুঝিয়েছেন? মূলতঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝিয়েছেন তাঁর ﷺ পরে যেন আবু বাকার এবং ওমারকে খালীফাহ্ বানানো হয়। এভাবে বুঝ

নিলেই হাদিস বুঝা সহজ হবে।

প্রশ্ন (৪) ঃ স্বহাবীদের জামানায় ব্যক্তি তাক্বলীদের উদাহরণও রয়েছে। যেমন- ইকরিমা বর্ণনা করেন,

عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَاَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَاَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لاَنَاْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ...

"মাদীনাবাসী ইবনু আব্বাস ﵁ কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যার ফরয তাওয়াফের পরে হায়েয আসে (সে'কি তাওয়াফে বিদায়ের জন্য পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? না'কি তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে।) ইবনু আব্বাস ﵁ বললেন সে চলে যেতে পারবে। মাদীনাবাসী বললেন আমরা আপনার কথার প্রেক্ষিতে যায়েদ বিন সাবিত ﵁ এর বিপরীত আ'মাল করব না।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৫, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫, তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন স্ত্রী লোকের ঋতু আসলে, হাদিস # ১৭৫৮, ১৭৫৯।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় মাদীনাবাসীগণ যায়েদ বিন সাবিত ﵁ এর তাক্বলীদ করত এবং তাঁর কথার বিরোধী কারও কথার আ'মাল করতে চাইত না। অতএব, এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় ইসলামে তাক্বলীদ বৈধ।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে আপত্তিকর। কারণ, প্রশ্নকারী হাদিসের শেষের অংশ উল্লেখ করেননি। হাদিসের শেষের অংশটি লক্ষ্য করুন।

قَالَ اِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَسَلُوْا فَقَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلُوْا فَكَانَ فِيْ مَنْ سَاَلُوْا اُمُّ سُلَيْمٍ.

"ইবনু আব্বাস ﵁ বললেন, তোমরা মাদীনায় ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে নিবে (অর্থাৎ যাচাই করে নিবে)। তারা মাদীনায় এসে জিজ্ঞেস করলেন যাদের কাছে তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের মধ্যে উম্মে সুলাইম ﵁ ও ছিলেন। **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ২৫, কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫, তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন স্ত্রী লোকের ঋতু আসলে, হাদিস # ১৭৫৮,১৭৫৯।

হাদিসের শেষের অংশ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ইবনু আব্বাস ﵁ তাদের যায়েদ বিন সাবিতের কথা অন্ধভাবে না মেনে মাদীনায় গিয়ে যাচাই করতে বলেছেন এবং মাদীনাবাসীও যাচাই করেছেন। এ থেকেই বুঝা যায় ইবনু আব্বাস ﵁ তাদের তাক্বলীদ না করে তাহক্বীক বা যাচাই করা শিক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া মাদীনাবাসী যদি যায়েদ ﵁ এর তাক্বলীদ করতো তাহলে ইবনু আব্বাস ﵁ কে জিজ্ঞেস করলেন কেন? মোটেই তারা যায়েদ বিন সাবিত ﵁ এর তাক্বলীদ করত না। যে কারণে, যায়েদ ﵁ এর শিক্ষা সঠিক না ভুল তা যাচাই করার জন্যই তারা ইবনু আব্বাস ﵁ কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এই হাদিসটি কোনভাবেই তাক্বলীদ করা প্রমাণ করে না। বরং তাক্বলীদ না করাই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (৫) ঃ কোন হাদিস সহীহ, বা যঈফ নির্ণয় করতে ইমামগণ থেকে মতামত গ্রহণ করতে হয়। কোন রাবী বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত যা কি'না ইমামগণের তাক্বলীদ বুঝায়। যে তাক্বলীদ আমরা সকলেই করে থাকি। এ থেকেই বুঝা যায় ইসলামে তাক্বলীদ রয়েছে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, হাদিসের ইমামগণের থেকে আমরা শারী'আহ'র বিধান নেই না। বরং হাদিসের রাবীগণ কে ভাল বা খারাপ তা গ্রহণ করি। এই বিষয়টি মোটেই ইমামগণের তাক্বলীদ নয়। যেমন- মা আয়েশা'র বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কাজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন-

وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِيْ فَسَاَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتْ لَا وَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلَّا اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَاْكُلَ خَمِيْرَتَهَا...

"...(মা আয়েশা বলেন) রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে এসে আমার কাজের মেয়েকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। সে বলল আল্লাহ্'র ক্বসম আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। তবে এতটুকু যে, সে ঘুমিয়ে পড়তো আর বকরী এসে তার পেশা আটা খেয়ে যেত...। **-তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ২৫, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ২৫, সূরা নূর, হাদিস # ৩১৮০।

এই হাদিসটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, "রসূলুল্লাহ্ ﷺ মা আয়েশা সম্পর্কে জানার জন্য কাজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছেন। এখন কি রসূলুল্লাহ ﷺ কাজের মেয়ের তাক্বলীদ করেছেন? নিশ্চয়ই এতবড় বেয়দাবী কথা আপনারা বলবেন না! তাহলে বুঝা গেল কোন মানুষ সম্পর্কে জানার জন্য কারো কথা মান্য করলে তাক্বলীদ হয় না। ঠিক তেমনি হাদিসের রাবী সম্পর্কে ইমামগণ থেকে জেনে নিলে তা তাক্বলীদ হয় না। বরং তাহক্বীক অর্থাৎ যাচাই-বাছাই হয়। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৬) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...فَاسْاَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"...তোমার যদি জানা না থাকে তাহলে আহ্লে যিক্রের (আলিমগণের) নিকট জিজ্ঞেস কর..." -সূরা নাহ্ল (১৬), ৪৩।

এই আয়াতটিতে নীতিগতভাবে হিদায়েত দেয়া হয়েছে যে, যে সকল লোকেরা জ্ঞানের অধিকারী নয় তারা আলিমদের নিকট থেকে জিজ্ঞেস করে আ'মাল করবে। আর এটাকেই তাক্বলীদ বলে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে আপত্তিকর। যদি এটাই তাক্বলীদ হয় তাহলে আজকাল যে সকল লোকেরা হানাফী আলিমগণের নিকট মাস'য়ালা জিজ্ঞেস করে তারা কি ঐ আলিমের মুক্বল্লিদ (যার তাক্বলীদ করা হয়)? কক্ষনো নয়। বরং সে ইমাম আবু হানিফারই মুক্বল্লিদ (যার তাক্বলীদ করা হয়)। ঠিক তেমনিভাবে, কুরআন ও স্বহীহ্ হাদিসের অনুসারী আলিমগণের নিকট জিজ্ঞেস করলেও সে নাবী ﷺ এরই অনুসারী বলে বিবেচিত হয়। কখনই সে কোন আলিমের মুক্বল্লিদ হয় না।

একজন হানাফী মাযহাবের আলিম একজন অজ্ঞ হানাফীকে ঐ মাস'য়ালাই বলেন যা

ইমাম আবু হানিফার নামে মাযহাবে রয়েছে। যেহেতু সেই মাস'য়ালাটি ইমাম আবু হানিফার নামে প্রচলিত তাই সে হানাফীই থাকে। ঠিক তেমনিভাবে, কোন মুসলিম যখন কুরআন ও স্বহীহ্ হাদিসের অনুসারী আলিমকে প্রশ্ন করেন তখন ঐ আলিম কুরআন ও হাদিস থেকে কোন ফায়সালা দিলে তিনি যদি ঐ ফায়সালার উপর আ'মাল করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ﷺ অনুসারীই থাকলেন। তাই যদি কোন ব্যক্তি কুরআন এবং হাদিস জানার জন্য কোন আলিমকে জিজ্ঞেস করেন সে ঐ আলিমের মুক্বল্লিদ হয় না। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (০৭) ঃ কাসীর ইবনু ক্বঈস (রহ.) সুত্রে বর্ণিত,

وَاَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

"...রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ...নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নাবীদের ওয়ারিস। নাবীগণ কোন দিনার বা দিরহাম ওয়ারিসরূপে রেখে যান না। শুধু তাঁরা عليهم السلام ওয়ারিস সূত্রে রেখে যান ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ (ওয়ারিস) অংশ গ্রহণ করেছে।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ২০, কিতাবুল ইল্ম, অনুচ্ছেদ ঃ ১, জ্ঞানের ফাযীলাত, হাদিস # ৩৬৪১।

এই হাদিস অনুযায়ী আলেমগণ নিজ থেকে শারীয়াহ'র বিধান দিতে পারেন। যেহেতু আলেমগণ নাবী عليهم السلام গণের ওয়ারিস। অতএব, এ হাদিসটি থেকেই বুঝা যায় যে, আলিমদের তাক্বলীদ করা বৈধ।

উত্তর ঃ ব্যাখ্যাটি সম্পর্ণই ভুল। কারণ, নাবী-রসূলগণ শারীয়াহ'র কোনো কথাই নিজ থেকে বলতে পারতেন না। বরং তাঁদের عليهم السلام কাছে যে ওয়াহী করা হতো শুধু তাই অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

...وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ...

কোনো রসূলেরই এই অধিকার ছিলো না যে, তাঁরা আল্লাহ'র অনুমতি ছাড়া (শারীয়াহ'র) কোনো বিধান নিয়ে আসবে। -সূরা আর-রা'দ (১৩), ৩৮।

নাবী-রসূলগণ যেহেতু নিজ থেকে শারীয়াহ'র কোনো কথা বলতে পারতেন না। সেখানে একজন আলেম কিভাবে নিজ থেকে শারীয়াহ'র কথা বলবেন ? হাদিসটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাবীগণ عليهم السلام ওয়ারিস হিসেবে রেখে যান ইলম (জ্ঞান)। আলিমগণ যদি নিজ থেকে শারীয়াহ'র কোনো কথা বলতে পারতেন তাহলেতো নাবীগণের ইলম (জ্ঞান) রেখে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। বরং নাবীগণ عليهم السلام যে ইলম (জ্ঞান) রেখে গিয়েছেন তা বুঝাবার দায়িত্ব দিয়েগেছেন আলিমগণকে। তাই হাদিসটিতে আলিমগণকে শারীয়াহ'র মাঝে নিজ

ইচ্ছামত বিধান দেয়ার অধিকার দেয়া হয়নি। বরং নাবী-রসূলগণ ﷺ ওয়াহী ছাড়া কিছুই বলতে পারতেন না। ঠিক নাবী-রসূলগণের ওয়ারিসগণ তারাই যারা নাবী-রসূলগণের ﷺ রেখে যাওয়া ওয়াহীর ইলম অনুযায়ী ফায়সালা দেন। আর যারা নাবী-রসূলগণের ﷺ রেখে যাওয়া ইলম ব্যতীত ফায়সালা দেয় তারা নাবী-রসূলগণের ওয়ারিস নয়।

অতএব, এই হাদিসটি কোনোভাবেই তাক্বলীদ প্রতিষ্ঠার দালিল হতে পারে না।

মাযহাবকে (অর্থাৎ দ্বীনকে) বিভক্ত করার ভয়াবহ পরিণাম

বর্তমানে আমাদের সমাজে অধিকাংশ আলিম বলছেন যে, ইসলামের মধ্যে চারটি মাযহাব রয়েছে। চারটি মাযহাবই হকের উপর রয়েছে। মানুষের জন্য যেকোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজীব। আলিমদের কথা থেকে যা প্রকাশ হয় তা হল- "ইসলাম চার ভাগে বিভক্ত"। এখন প্রশ্ন হল ইসলামকে চারটি ভাগ কি আল্লাহ করেছেন না তাঁর রসূল ﷺ করেছেন? মহান আল্লাহ বলেন,

...اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ... "...বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ..." -সূরা ইউসুফ (১২), ৪০।

আল্লাহ আরও বলেন,

...اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ... "সৃষ্টি যাঁর বিধানও তাঁর।" -সূরা আরাফ (৭), ৫৪।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আয়াত দুটি থেকে প্রতিয়মান হয়, ইসলামে বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। মহান আল্লাহ বলেন,

...وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ...

"...কোন রসূলের অধিকার ছিল না আল্লাহ'র অনুমতি ছাড়া বিধান দেওয়ার..." -সূরা রদ (১৩), ৩৮।

...اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ...

"আমার কাছে যা অহী হয় তা ছাড়া আমি কিছুই মানি না।" -সূরা আন'আম (৬), ৫০।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" -সূরা নাজম (৫৩), ৩,৪।

এই আয়াতগুলো বলছে যে, কোন রসূলের এবং মুহাম্মাদ ﷺ এরও এই অধিকার ছিল না যে নিজ থেকে বানিয়ে ধর্মের কথা বলবে। আমরা আগেই জেনেছি যে, ধর্মকে বিভক্ত করার বিধান ইসলামে নেই; বরং নিষেধ রয়েছে।

পূর্বে এও জেনেছি যে, বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাহলে যে ধর্মকে বিভক্ত করার বিধান দিয়েছে সে অবশ্যই আল্লাহর অধিকারে হাত দিয়েছে। যে কারণে

এই অপরাধটি শির্‌কে রূপ নিয়েছে। শির্‌ক এর একটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার অন্য কারও আছে বলে বিশ্বাস করা।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا.

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কখনো (সে গুনাহ) মাফ করবেন না (যেখানে) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ (যা বড় কুফরীর নিম্ন পর্যায়) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানালো সে সত্যিই (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করলো এবং একটা মহাপাপে (নিজেকে) জড়ালো।" -সূরা নিসা (৪), ৪৮, ১১৬।

মহান আল্লাহ বলেন,

...اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ...

"নিশ্চয় যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্‌ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম।" -সূরা মায়েদা (৫), ৭২।

আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করবে সে ক্ষমা পাবে না এবং তার জন্য জান্নাত হারাম। তাহলে সুস্পষ্ট প্রকাশ হল যে, যারা দ্বীনকে বিভক্ত করে বা দ্বীনকে ভাগ করা যায় বিশ্বাস করে তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়েছে। আর ইসলামের ভাষায় যে শির্‌ক করে তাকে মুশরিক বলা হয়। যেহেতু শির্‌ককারীদের জন্য জান্নাত হারাম। তাই বুঝাই যায় যে, তারা মুসলিম নয়। কারণ মুসলিমের জন্য জান্নাত হারাম হয় না। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধর; দলে দলে ভাগ হইও না।" -সূরা আলি-ইমরান (৩), ১০৩।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দলে দলে ভাগ হওয়াকে হারাম করলেন। আর সমাজের অধিকাংশ আলিমরা বলছেন চারটি দলের (অর্থাৎ মাযহাবের) যে কোন একটিতে যাওয়া ওয়াজীব। অর্থাৎ মুসলিমদের দলে দলে ভাগ হওয়া ওয়াজীব (নাউযুবিল্লাহ)। মহান আল্লাহ যা হারাম করলেন এই আলিমরা তা হালাল করে দিল।
মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ...

"তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে...।" -সূরা তাওবাহ্ (৯), ৩১।

এই আয়াতের তাফসীরে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আদী বিন হাতিম رضي الله عنه কে বলেছেন,

মহান আল্লাহ এই আয়াতে দুই শ্রেণীর মানুষকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছেন-

(ক) যারা দ্বীনকে ভাগ ভাগ করে (ফাতওয়া দিয়ে)

(খ) যারা বিভিন্ন দলে দলে ভাগ হয় (ফাতওয়া মেনে)।

প্রিয় ভাই, আমি আশা করি কুরআন ও হাদিস থেকে যা পেশ করেছি তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা নয়; বরং সত্য প্রচার করা এবং মানুষের কাছে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা।

শিক্ষা ঃ

(১) দ্বীনকে যারা বিভক্ত করবে তারা অবশ্যই কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবে।

(২) দ্বীনের নামে যারা বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী তারা মুশরিক বলে গণ্য হবে।

(৩) যারা দ্বীনকে বিভক্ত করে এবং ধর্মের নামে দলে দলে ভাগ হয় তারা রসূল ﷺ -এর উম্মাত নয়।

(৪) যারা আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল মনে করে অথবা হালাল করা বিষয়কে হারাম মনে করে তারা অবশ্যই কাফির।

(৫) আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধান দেবার অধিকার রাখে না।

(৬) কোন রসূল নিজের ইচ্ছামত ধর্মের বিধান দিতে পারতেন না। বরং আল্লাহ যা বলতেন শুধু তাই প্রচার করতেন।

দ্বীনকে বিভক্ত করা বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ দলে দলে ভাগ হওয়া যদি শিরক্ হয় তাহলে বলুনতো, আলী ؓ এবং মুআবিয়া ؓ একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে বিভক্ত হয়ে মুশরিক হয়ে গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই এতবড় কুফুরী বিশ্বাস আপনাদের নেই। তাহলে বুঝা গেল যে, দলে-দলে বিভক্ত হওয়াটা শিরক্ নয়।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, দুইজন মুসলিম একে অপরের সাথে ঝগড়া করা আর দ্বীনকে বিভক্ত করা এক নয়। যেমন- রাশেদ যদি জাহিদের সাথে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যায় তবে কি দ্বীন বিভক্ত হয়ে যায়? নিশ্চয়ই না। তাহলে বুঝা গেল যে, মু'আবিয়া ؓ এবং আলী ؓ যুদ্ধ করে বিভক্ত হওয়ায় দ্বীন বিভক্ত হয়নি। কিন্তু আপনারাতো দ্বীনকে চারভাগে ভাগ করেছেন। তাই আয়াতটি আপনাদের জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতটি আবারও লক্ষ্য করুন,

...وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا...

"তোমরা মুশরিক হয়ে যেও না। যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং দলে দলে ভাগ হয়েছে..." -সূরা রুম (৩০), ৩১-৩২।

إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ اَلَيْسُوْا يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فَتَحَرَّمُوْنَهُ وَيُحَلُّوْنَ مَا حَرَّمَا اللّٰهُ فَتَحَلُّوْنَهُ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ عِبَادَتُهُمْ.

"আমরা আমাদের আলিমদের রব বানাইনি। তিনি ﷺ তোমাদের আলিমগণ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম বললে তোমরা কি তা মেনে নিতে না আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা তোমাদের আলিমগণ হালাল বললে তোমরা কি তা মেনে নিতে না? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ মানতাম। তিনি ﷺ বললেন, এভাবেই তোমরা তাদের ইবাদাত করেছ।" **-তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৪৪, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তাওবাহ ৩১ নং আয়াত, হাদিস # ৩০৯৫, **মুসনাদে আহমাদ,** হাসান, (হাদিসটি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা)।

এই হাদিস অনুযায়ী যারা মাযহাবকে অর্থাৎ দ্বীনকে চার ভাগে ভাগ করেছে তারা হারামকে হালাল করে অবশ্যই নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে। এবং যারা তাদের ফাতওয়া মেনেছে তারাও তাদেরকে রব মেনেছে।

তাহলে, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা দ্বীনকে বিভক্ত করা হালাল ফাতওয়া দিয়েছে তারা নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়ে কাফির হয়েছে এবং যারা তাদের ফাতওয়া মেনেছে তারাও তাদের রব মেনে কাফির হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

"আল্লাহ যা নাজিল করেছেন ঐ অনুযায়ী যারা ফাতওয়া দেয় না তারাই কাফির।" -সূরা মায়েদা (৫), ৪৪।

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী যে ফায়সালা দিবে না সে কাফির। তাহলে, দলে দলে ভাগ হওয়া হারাম বলে আল্লাহ নাজিল করলেন। আর আলিমরা দলে দলে ভাগ হওয়াকে ওয়াজীব বললো। নিঃসন্দেহে উক্ত আয়াত অনুযায়ী তারা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী ফাতওয়া না দিয়ে কাফির বলে গণ্য হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ...

"নিশ্চয় যারা দ্বীনকে ভাগ ভাগ করেছে এবং দলে-দলে ভাগ হয়েছে তাদের কোন কিছুর সাথে (হে মুহাম্মাদ ﷺ তোমার কোন সম্পর্ক নাই..." -সূরা আন-আম (৬), ১৫৯।

যারা ধর্মের নামে দলে দলে ভাগ হয়েছে তাদের সাথে রসূল ﷺ এর সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মহান আল্লাহ দিয়েছেন। যাদের সাথে নাবী ﷺ এর কোন সম্পর্ক থাকবে না তারা কি নিজেদেরকে নাবীর উম্মাত বলে দাবী করতে পারবে? কক্ষনো না। মহান আল্লাহ বলেন-

...وَلَاتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا...

"তোমরা মুশরিক হয়ে যেও না। যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং দলে দলে ভাগ হয়েছে..." -সূরা রুম (৩০), ৩১-৩২।

কাফির বলার শর্তসমূহ

এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ بَاءَ بِهٖ اَحَدُ هُمَا.

"রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির অথবা আল্লাহর শত্রু বলবে অথচ সে তা নয়, তাহলে বিষয়টি তার দিকে ফিরে যাবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলেছে সে ব্যক্তিই কাফির বা আল্লাহর শত্রু হবে)।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৭৮, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩, কেউ তার মুসলিম ভাইকে অকারণে কাফির বললে সে নিজেই তা যা সে বলেছে, হাদিস # ৬১০৩।

তাই কাফির বলার কিছু শর্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلًا...

"তোমার রব কোন জনপদ ধ্বংস করেন না রসূল না পাঠানো পর্যন্ত।" -সূরা কাসাস (২৮), ৫৯।

আল্লাহ আরও বলেন-

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না রসূল না পাঠানো পর্যন্ত।" -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭), ১৫

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ.

"এটা এজন্য যে, তোমার রব কোন জনপদ ধ্বংস করেন না অন্যায় ভাবে, যখন তার অধিবাসীরা বে-খবর।" -সূরা আনআম (৬), ১৩১।

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ.

"আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না।" -সূরা আশ-শুয়ারা (২৬), ২০৮

চারটি আয়াত থেকে যা বুঝা গেল, মহান আল্লাহ কোন এলাকা ধ্বংস করার এবং কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার শর্ত হিসেবে বলেছেন যে, তাদের কাছে আগে রসূল পাঠিয়ে সর্তক করবেন।

তাহলে বুঝা গেল কোন ব্যক্তি না জেনে কোন কুফরী কাজও যদি করে থাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। এই কথা থেকে আরও বুঝা গেল যে, যদি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে তাকে কাফিরও বলা যাবে না। কারণ কাফিরের শাস্তি হবেই।

আবু হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত,

اَنَّهٗ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ.

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে এই উম্মাতের কোন ইয়াহুদী বা নাসারা আমার কথা শুনে আমার আনীত বিষয়সমূহের

প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।" **-মুসলিম,** অধ্যায়, ঃ ১, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ৭০, সকল মানুষের জন্য আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (দ.) প্রেরিত হয়েছেন এবং অন্যান্য সকল দ্বীন তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে রহিত হয়েগেছে এ কথার উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব, হাদিস # ২৪০/১৫৩।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। যদি কোন ইয়াহুদী, নাসারা নাবী ﷺ-এর কথা শুনল অতঃপর ঈমান আনলো না তাহলে সে জাহান্নামী। অর্থাৎ জাহান্নামী হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সত্য খবরটি পৌঁছাতে হবে। হাদিসটি থেকে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, যার কাছে সত্য পৌঁছাবে না তাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

...وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

"....তোমার রব কারও প্রতি যুলুম করেন না।" -সূরা কাহাফ (১৮), ৪৯।

এখন যদি কারও কাছে সত্য না পৌঁছানোর পরও তাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই যুলুম হবে। অতএব, কেউ না জেনে, ভুলক্রমে শিরক্ অথবা কুফুরি করলে গুনাহ্গার হবে না।

বিঃ দ্রঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে লেখকের রচিত "কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম" বইটি পাঠ করুন।

শিক্ষা ঃ

(১) কাফির বলার কিছু শর্ত রয়েছে।

(২) কোন ব্যক্তি না জেনে কোন অন্যায় করলে তাকে অপরাধী বলা যাবে না যদিও সে অন্যায়টি কুফরি হয়।

(৩) যে ব্যক্তির কাছে সত্য পৌঁছানোর পরও তা অস্বীকার করবে সে কাফির।

ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করা নিষেধ

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَّعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"তোমরা তাদের মত হইওনা যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও দলে-দলে বিভক্ত হয়েছে এবং ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করেছে এবং এই শ্রেণির লোকদের জন্য আছে মহা শাস্তি।" -সূরা আলি ইমরান (৩), ১০৫।

এই আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

...وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ...

"...আর তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষের মধ্যকার ইখতিলাফ (মতবিরোধ) নিরসন হয়..." -সূরা বাক্বরহ্ (২), ২১৩।

এই আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন নাযিল করা হয়েছে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) নিরসনের জন্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তারপরেও মানুষ দ্বীনের মাঝে বহু ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করে যাচ্ছে। তাই, কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) যেন না হয় সেই জন্য আমি আল্লাহ্'র কাছে আশ্রয় চাই। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ﵄ হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

هَجَّرْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوٰتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِيْ اٰيَتٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

"কোন একদিন ভোরে আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলাম তিনি বলেন, একদা তিনি কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাপারে দু'লোকের মতবিরোধের আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমাদের মাঝে আসলেন। এই অবস্থায় তাঁর ﷺ এর চেহারায়, রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি ﷺ বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহ্'র কিতাবে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করার কারণে ধ্বংস হয়েগেছে।" **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৪৭, কিতাবুল ইল্‌ম, অনুচ্ছেদ ঃ ১, কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়া ও এর অনুসারীদের হতে সর্তকতা অবলম্বন করা এবং কুরআনে বর্ণিত বিষয়ে মতভেদ নিষিদ্ধ করণ, হাদিস # ২/২৬৬৬।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

...وَلَاتَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا.

"...(নাবী দ. বলেছেন), তোমরা মতবিরোধ করোনা। তোমাদের পূর্বের লোকেরা মতবিরোধের কারণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৬০, নাবীগণের হাদীস সমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪, হাদিস # ৩৪৭৬, অধ্যায় ঃ কুরআনের ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭, যতক্ষণ মনচায়, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদিস # ৫০৬২।

এই হাদিসটি থেকে বুঝা যায় দ্বীনের মাঝে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করা হারাম। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে, এই ইখতিলাফকে (মতবিরোধ) টিকিয়ে রাখার জন্য চার মাযহাবকে জায়েয ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। অথচ, এই প্রচলিত মাযহাবের পক্ষে কোন কুরআন এবং হাদিসের দালিল নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই ইখতিলাফ (মতবিরোধ) থেকে রক্ষা করুন। -আমীন-

ইখতিলাফ (মতবিরোধ) সংক্রান্ত সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ ইখতিলাফ (মতবিরোধ) যদি হারাম হত তাহলে স্বহাবীগণ ﵃ কেন ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করেছেন? এথেকেই কি প্রমাণ হয় না যে, ইখতিলাফ

ইসলামে জায়েয।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, স্বহাবীগণের মাঝেও ঝগড়া-বিভেদ হয়েছে যেমন, আলী ﵁ এর সাথে মুআবিয়া ﵁ এর রক্তক্ষয়ী লড়াইও হয়েছে। এই যুদ্ধটি ইতিহাসে 'জঙ্গে সিফ্‌ফীন' নামে পরিচিত। তাই বলে কি আমরাও নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ করবো? নিশ্চয়ই এই ধরণের মূর্খের মত কথা আপনার বলবেন না। তাই বুঝে নিতে হবে যে, ঝগড়া বিবাদ করা হারাম হওয়া স্বত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কারণে স্বহাবীগণদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যাওয়ায় আমরা ঝগড়া করবো না। ঠিক তেমনি অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বহাবীগণের মাঝে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) হয়ে যাওয়ায় আমরা ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করবো না। কারণ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ﷺ ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করতে নিষেধ করেছেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (২) ঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, اِخْتِلَافُ اُمَّتِيْ رَحْمَةٌ.

"আমার উম্মাতের মাঝে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) হলো রহমাত স্বরূপ।" -আল হাদিস।

এই হাদিস থেকে বুঝা গেল ইসলামে ইখতিলাফ বৈধ।

উত্তর ঃ এই হাদিসটি জাল, এই হাদিসের কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া ইখতিলাফ (মতবিরোধ) যদি রহমাত হয় তাহলে ঐক্য হবে গজব। স্বাভাবিক বিবেক সম্পন্ন মানুষই বলবে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) করা ভাল কাজ নয়। তাই আপনাদের বিবেককে জাগ্রত করুন।

আলিমগণের মধ্যে মত বিরোধ হলে করণীয়

আজ আমরা আমাদের মাযহাব বা দ্বীনকে (অর্থাৎ ইসলামকে) দেখছি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। মানুষ আজ পথহারা। তারা জানে না কিভাবে ধর্ম পালন করবে। কারণ আমাদের দ্বীন বা মাযহাবের (অর্থাৎ ইসলামের) যারা আলিম রয়েছেন, তারা একেক জন একেকটা মতবাদ প্রচার করছেন; যেমন- কেউ শিয়া মতবাদ প্রচার করছেন, কেউ হানাফী বা পীরবাদ বা অন্যান্য মতবাদ প্রচার করছেন। আর এদের প্রত্যেকেই দাবী করছেন এরা ইসলাম ধর্ম (মাযহাব বা দ্বীন) প্রচার করছেন। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের দেখতে হবে মহান আল্লাহ কি বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (আমির বা আলিম) তাদের আনুগত্য কর। তবে

যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে (অর্থাৎ আলিম এবং সাধারণ মুসলিমের) মতবিরোধ পাও তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে আস (অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস দেখ) যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনকে বিশ্বাস কর। এটাই উত্তম এবং সুন্দর মর্মকথা।" -সূরা নিসা (৪), ৫৯।

আল্লাহর কথা থেকে জানা যায়, যদি এক আলিম এক কথা বলে, অন্য আলিম অন্য কথা বলে তাহলে কুরআন এবং হাদিস দেখতে হবে। যেই আলিমের কথা কুরআন এবং হাদিসের সাথে মিলবে তার কথা আমরা মেনে নেব। আর যে আলিমের কথা কুরআন হাদিসের সাথে মিলবে না তার কথা আমরা মানব না। কারণ তা আল্লাহর কথা নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ...

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে চল। আর তার কথা বাদ দিয়ে (অন্য কোন আলিমকে) অভিভাবক মেন না।" -সূরা আ'রাফ (৭), ৩।

আমরা একমাত্র কুরআন এবং হাদিস মেনে চলব। যদি আমাদের কোন আ'মাল কুরআন এবং হাদিস এর মধ্যে পাওয়া না যায় তাহলে আমাদের আ'মালগুলো আল্লাহ কবুল করবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর তাঁর রসূলের এবং (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পন্থা বাদ দিয়ে) তোমাদের আ'মালগুলো নষ্ট কর না।" -সূরা মুহাম্মদ (৪৭), ৩৩।

এ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে আমাদের দ্বীনের মাঝে এমন বিষয় উদ্ভাবন করল যা তাতে (শারী'আতে) নেই তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৫৩, বিবাদ-মিমাংসা, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, অন্যের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে তা বাতিল, হাদিস # ২৬৯৭, **মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩০, বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদ ঃ ৮, বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও বিদ'আতী কার্যকলাপ পরিত্যাগ, হাদিস # ১৭,১৮/১৭১৮।

এই হাদিস আমাদের জানাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন আ'মাল করে যা কুরআন এবং হাদিসে নেই তাহলে সে আ'মাল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন আলিমের মতকে কুরআন এবং হাদিসের বিরোধী দেখার পরও সেই ফাতওয়া মেনে নেন তাহলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ ইনজীলের অনুসারীরা তাদের আলিমের মতকে শরীয়ত

সম্মত না হলেও তা গ্রহণ করত বলে আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন, তারা তাদের আলিমদেরকে রব বানিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ...

"তারা তাদের পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে...।" -সূরা তাওবাহ্ (৯), ৩১।
এই আয়াতের তাফসীরে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আদী বিন হাতিম رضي الله عنه কে বলেছেন,

اِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ اَلَيْسُوْا يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَيُحَلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَتُحَلُّوْنَهُ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ عِبَادَتُهُمْ.

"আমরা আমাদের আলিমদের রব বানাইনি। তিনি ﷺ তোমাদের আলিমগণ আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম বললে তোমরা কি তা মেনে নিতে না আর আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা তোমাদের আলিমগণ হালাল বললেন তোমরা কি তা মেনে নিতে না? তিনি رضي الله عنه বললেন, হ্যাঁ মানতাম। তিনি ﷺ বললেন, এভাবেই তোমরা তাদের ইবাদাত করেছ।" **-তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৪৪, কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ সূরা তাওবাহ ৩১ নং আয়াত, হাদিস # ৩০৯৫, **মুসনাদে আহমাদ,** হাসান, (হাদিসটি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা)।

শিক্ষা ঃ

(১) ধর্মীয় বিষয়ে আলিমগণের একজনের ফাতওয়া যদি আরেকজনের ফাতওয়ার সাথে মিল না থাকে তাহলে কুরআন এবং হাদিস দ্বারা তা যাচাই করে নিতে হবে কার ফাতওয়া ঠিক।

(২) যদি কোন আলিমের ফাতওয়া কুরআন এবং হাদিস বিরোধী পাওয়ার পরও কেউ তা গ্রহণ করে তবে অবশ্যই সেই ব্যক্তি আলিমকে রব বানিয়ে ফেলার কারণে কাফির হবেন এবং তার বাসস্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

(৩) শরীয়াতের কোন আ'মাল যদি কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না হয় সেই আ'মল কক্ষনো আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

আলিমগণের মতবিরোধ বিষয়ক সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (১) ঃ মহান আল্লাহ সূরা নিসার ৪ ঃ ৫৯নং আয়াতে বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج

"হে ইমানদারগণ; তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্'র এবং আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মাঝে যারা উলিল আমর রয়েছে তাদের..."

আয়াতের এই অংশটুকু সাধারণ মুসলিমদের জন্য আর বাকী অংশটুকু অর্থাৎ-

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

যদি তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতভেদ হয় তাহলে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূলের দিকে ফিরে আসো" এই অংশটুকু আলেমদের জন্য প্রযোজ্য।

তাই, যদি পুরো আয়াতটি সাধারণ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে হতো তাহলে "মাযহাব" বৈধ হতো না। কিন্তু আয়াতটি ২য় অংশ আলেমগণের মতভেদ বুঝানো হয়েছে এবং আলিমগণকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। সাধারণ মুসলিমদেরকে নয়। তাই এই আয়াত থেকে বুঝা যায় ইসলামে মাযহাব বৈধ রয়েছে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি একেবারেই মনগড়া। কারণ, আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ "হে ইমানদারগণ" সম্বোধন বাক্যটি উল্লেখ করে পুরো কথাটিই সমস্ত ঈমানদারগণকেই বলেছেন। তাহলে ঈমানদার কি শুধু আলেমগণই হন না'কি সাধারণ মুসলিমগণও ? নিশ্চয়ই সাধারণ মুসলিম এবং আলেম সকলেই ঈমানদার হতে পারে। আল্লাহ্ এ আয়াতে সাধারণ ঈমানদার এবং আলেম ঈমানদার বলে আলাদা করে ভাগ-ভাগ করেন নি। বরং আল্লাহ্ এ আয়াতে "ঈমানদার" শব্দটি আমভাবে ব্যবহার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ...

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছি।" -সূরা মায়েদাহ্ (৫), ৩।

এ আয়াতে কী আল্লাহ্ "তোমাদের" শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র আলেমগণকেই বুঝিয়েছেন না'কি সকল মুসলিমকে বুঝিয়েছেন ? নিশ্চয়ই সকল মুসলিমকে বুঝিয়েছেন। তাহলে, আয়াতের সূরা নিসার (৪), ৫৯নং আয়াতে তোমাদের মাঝে যদি কোন একটি বিষয়েও মতভেদ হয় তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও" এই বাক্যটিতে "তোমাদের" শব্দটি দ্বারা আল্লাহ কি শুধু আলিমগণকেই বুঝিয়েছেন ? না'কি সমস্ত মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছেন? নিঃসন্দেহে সকল মুসলিমদেরকেই বুঝিয়েছেন। যেমনিভাবে সূরা মায়েদাহ্'র (৫), ৩নং আয়াতে "তোমাদের" শব্দটি দ্বারা সকল মুসলিমকেই বুঝিয়েছেন।

অতএব, আয়াতের দ্বিতীয় অংশ যে শুধুমাত্র আলেমদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এই বুঝটির পক্ষে কী কোন দালিল রয়েছে ? ক্বিয়ামাত পর্যন্ত কোন দালিল দিতে পারবে না ইনশা....আল্লাহ।

প্রশ্ন (২) ঃ অনেকেই মনে করেন, সূরা নিসা (৪), ৫৯ নং আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরে গেলেই মতবিরোধ মিটে যাবে। কিন্তু একথাটি মোটেই ঠিক নয়। মূলতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে গেলে দ্বন্দ মিটে যাবে, কিন্তু মাস'আলাহ্ নিয়ে মতবিরোধ থেকে যেতেও পারে। যেমন- ইবনু ওমার ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِي بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيْ حَتَّى تَاْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَالِكَ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

"নাবী ﷺ আহযাবের যুদ্ধের দিন বললেন, বনু কুরায়যায় না পৌঁছে কেউ আসরের স্বলাত আদায় করবে না। তাদের যাত্রাপথে আসরের স্বলাতের সময় হয়ে গেল। (স্বহাবীদের) কেউ কেউ বললেন, সেখানে পৌঁছার আগে স্বলাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখানেই স্বলাত আদায় করব, সময় হলেও রাস্তায় স্বলাত আদায় করা যাবে না (রসূলুল্লাহ্ ﷺ) তা বুঝাননি। বিষয়টি নাবী ﷺ এর কাছে বলা হলে তিনি ﷺ তাঁদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।"

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৪, কিতাবুল মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ ৩১, আহযাব যুদ্ধ থেকে নাবী ﷺ এর ফিরে আসা এবং তাঁর ﵁ বনু কুরায়যাহ্ অভিযান ও তাদের অবরোধ, হাদিস # ৪১১৯।

এই হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, স্বহাবীগণ যে মতবিরোধটি করেছিলেন তা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে পেশ করা হলে তিনি ﷺ কাউকেই কিছু বললেন না। এ থেকেই বুঝা যায়, মতবিরোধ হলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে পেশ করলে মতবিরোধ মিটতেও পারে আবার নাও পারে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি খুবই বিভ্রান্তিকর। কারণ, স্বহাবীগণ যখন আসরের স্বলাত আদায় করা নিয়ে মতবিরোধ করেছিলেন তখন তাঁরা ﵁ একে অপরের ব্যাখ্যা মানতে পারেননি বলেই কেউ কেউ পথেই স্বলাত আদায় করে নিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ বনু কুরায়যায় গিয়ে স্বলাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি যখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে পেশ করা হল তখন তিনি ﷺ কাউকে কোন কিছু না বলে মৌন সম্মতির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, উভয় পক্ষের আ'মালই সঠিক। **এখানে মতবিরোধ থাকলো কোথায়?** স্বহাবীগণ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এই বিষয়টি পেশ করার পূর্বেকি এক পক্ষ আরেক পক্ষের আ'মালকে মেনে নিতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই না। এই কারণেই এক পক্ষ পথেই স্বলাত আদায় করে নিয়েছিলেন, আরেকপক্ষ বনু কুরায়যায় গিয়ে স্বলাত আদায় করেছিলেন। আর যদি তাঁরা ﵁ একপক্ষ আরেকপক্ষের আ'মাল সঠিক মেনে নিতেন তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে ফায়সালার জন্য আসতেন না। এ থেকে বুঝা গেল, তাঁরা ﵁ একপক্ষ আরেকপক্ষকে সঠিক বলে মানতে পারছিলেন না। **অতঃপর যখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় পক্ষকে মৌন সম্মতির মাধ্যমে সঠিক ফায়সালা দিয়েছিলেন তারপরে কি একপক্ষ আরেক পক্ষকে ভুল বলে সাব্যস্ত করেছিলেন?** নিশ্চয়ই না। কারণ, উভয় পক্ষকে মৌন সম্মতির মাধ্যমে সঠিক ফায়সালা দিয়ে রসূলুল্লাহ্ ﷺ মতবিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্যই স্বহাবীগণের কোন পক্ষই কেউ কাউকে ভুল বলে সাব্যস্ত করেননি। বরং তাঁরা ﵁ বুঝেছিলেন, উভয় পক্ষের আ'মালই সঠিক ছিল। এতএব, কোনভাবেই এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, স্বহাবীদের মতবিরোধ স্থায়ী ছিল, বরং তাঁদের মতবিরোধ মিটে গিয়েছিল। এই হাদিস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, মতবিরোধ হলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে ফিরে গেলে মতবিরোধ মিটে যায়। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন (৩) ঃ ওমার ইবনু খাত্তাব ﵁ হতে বর্ণিত, । তিনি বলেন,

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَائَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوْدُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَائَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ أَقْرَأَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَئُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

আমি হিশাম ইবনু হাকিম ﵁ কে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় সূরাহ্ ফুরক্বান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে আমি তাঁর ক্বিরাত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে ক্বিরাত পাঠ করেছেন; অথচ রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে আমি স্বলাতের মাঝে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পরার জন্য উদ্যত হয়ে পরেছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরাহ্ যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রসূলুল্লাহ্ ﷺ-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যেভাবে পাঠ করেছ এর থেকে ভিন্নভাবে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে জোর করে টেনে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম আপনি আমাকে সূরাহ্ ফুরক্বান যেভাবে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এই লোককে আমি এর থেকে ভিন্নভাবে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাঁকে ছেড়ে দাও। হিশাম তুমি পাঠ করে শুনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শুনালো যেভাবে আমি তাঁকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এভাবেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে ওমার তুমিও পাঠ কর। সতরাং তিনি ﷺ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন এভাবেও কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ কুরআন সাতটি (ক্বিরাতের) নিয়মে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা বেশী সহজ সেভাবেই পাঠ কর।" - **বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৬৬, কুরআনের ফাযীলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৫, কুরআন সাত হারফে অবতীর্ণ করা হয়েছে, হাদিস # ৪৯৯২।

এই হাদিস থেকেও বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দিকে ফিরে গেলেও মতবিরোধ থাকতে পারে।

উত্তর ঃ এই ধরণের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা শুনে যারপর নাই আমি আশ্চর্য হয়েছি। যাদের দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে তারাই এভাবে কুরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যা করে। এই হাদিসটিতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় মতবিরোধ টিকিয়ে রাখলেন? রসূলুল্লাহ্ ﷺ ওমার ﵁ এবং হিশাম ﵁ উভয়কেই সঠিক ফায়সালা দিয়ে মতবিরোধ মিটিয়ে দিলেন। যে কারণে, ওমার ﵁ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ফায়সালা শুনে হিশাম ﵁ এর ভুল ধরা থেকে বিরত থাকলেন। যদি মতবিরোধ না মিটতো তাহলে ওমার ﵁ হিশাম ﵁ এর ভুল ধরেই যেতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ফায়সালা শুনে তা তিনি করেননি। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, তাদের দু'জনের মতবিরোধ মিটে গিয়েছিল। এতএব, কোনভাবেই এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, স্বহাবীদের মতবিরোধ স্থায়ী ছিল, বরং তাঁদের মতবিরোধ মিটে গিয়েছিল। এই হাদিস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, মতবিরোধ হলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে ফিরে গেলে মতবিরোধ মিটে যায়। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

মাস'য়ালাহ্ নিয়ে মতবিরোধ করা আর মাযহাব বানিয়ে মুসলিমদের বিভক্ত করা এক নয়

অনেকেই মনে করেন যে, মাস'য়ালাহ্ নিয়ে মতবিরোধ করাই মাযহাব বানানো। আসলে তাদের কথা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, স্বহাবীগণ বিভিন্ন মাস'য়ালাহ্ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু তাঁরা ﵃ এই মাস'য়ালাহ্গত মতবিরোধকে কেন্দ্র করে মাযহাব বানিয়ে বিভক্ত হননি। যেমন,

كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاةِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتّٰى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ.

"উম্মুল মু'মিনীন আইশাহ্ ﵂ নির্দেশ দিতেন যে, নিজে যাদেরকে সাক্ষাতদান ও যাদের আগমণ পছন্দ করতেন তাদেরকে যেন পাঁচঢোক নিজেদের দুধ পান করানো হয়। তাদের দুধপানের বয়সের (দু'বছরের) বেশী হলেও। অতঃপর, তারা আইশাহ্ ﵂ এর কাছে সরাসরি আসতো। কিন্তু উম্মু সালমা ও নাবী ﷺ অন্যান্য স্ত্রীগণ যেকোন ব্যক্তিকে এরূপ দুধ সন্তান বানিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি বর্জন করলেন...।" **-আবু দাউদ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ৬, কিতাবুন নিকাহ্, অনুচ্ছে ঃ ১০, বয়স্কলোক দুধপান করলে যা নিষিদ্ধ হয়, হাদিস # ২০৬১।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, মা আইশাহ্'র সাথে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীগণদের সাথে দুধ সম্পর্কিত বয়সের মাস'য়ালায় মতবিরোধ ছিল। তারপরেও এই সকল স্বহাবীগণ এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে মাযহাব বানিয়ে বিভক্ত হননি। বরং তাঁদের মাযহাব একটিই ছিল যার নাম ইসলাম। অতএব, বুঝা গেল যে, মাস'য়ালাহ্ নিয়ে মতবিরোধ করা আর মাযহাব বানিয়ে বিভক্ত হওয়া এক নয়।

উপসংহার

কুরআন, হাদীস এবং স্বহাবীদের আ'মাল অনুযায়ী এই কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে ইসলামের মধ্যে কোন মাযহাব নেই। তাই, মাযহাবী গোঁড়ামী বাদ দিয়ে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া একটি জাতি কখনো দাঁড়াতে পারেনা। আর এই ঐক্যবদ্ধতার প্রধান বাধা হচ্ছে বিভক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন মাযহাব। যতদিন পৃথিবীতে এই সকল মাযহাব থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি শক্তিশালী হতে পারবে না।

আর এই সকল মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণে একজন মানুষ আল্লাহর কাছে মুশরিক (কাফির) বলে বিবেচিত হবে। তাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য এবং মুসলিমদের শক্তিশালী করার জন্য মাযহাব ত্যাগ করা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং ঐ সঠিক বুঝ অনুযায়ী আ'মাল করার তাওফিক দান করুন। -আমীন-

বাক্কাহ্ ডি.টি.পি. হাউজের লক্ষ্য ও কর্মসূচি

লক্ষ্য

আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন[১] ও তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা[২] এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া।[৩]

১। **আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"যা দ্বারা (কুরআন) আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন **যে তাঁর (আল্লাহ্'র) সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।** আর তাঁর (আল্লাহ্'র) ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ১৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাঁকে আল্লাহ্ শান্তির ও আলোর পথে পরিচালিত করেন। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ

আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২। **তাঁর ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ...

"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর মত..." -সূরাহ্ হাদীদ (৫৭), ২১।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্'র ক্ষমা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩। **জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, আমাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

কর্মসূচি

ক. শিরক্[১], কুফর[২] ও বিদ'আহ্[৩] থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা[৪]

১। **শিরক ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক্ করাকে ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া তার (শিরক্) নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন..." -সূরাহ্ নিসা (৪), ৪৮,১১৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র শাস্তি থেকে ক্ষমা পাওয়া, তাই এই ক্ষমা পেতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আল্লাহ্'র কাছে আমরা ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

...اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ...

"...নিশ্চয়ই যে কেহ আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান জাহান্নাম..." -সূরাহ্ মায়িদাহ্ (৫), ৭২।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জান্নাত হাসিল করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আল্লাহ্'র সাথে শিরক্ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা আল্লাহ্'র ক্ষমা এবং জান্নাত পাব না। বরং আমাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ শিরক্ করা থেকে বিরত থাকা।

২। **কুফর ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.

"নিশ্চয়ই যারা (আল্লাহ্ সাথে) কুফুরি করে এবং আল্লাহ্'র পথে চলতে বাঁধা দেয় আর এভাবেই কাফির অবস্থায় মারা যায় তাদেরকে আল্লাহ্ কক্ষনও ক্ষমা করবেন না।" -সূরাহ্ মুহাম্মাদ (৪৭), ৩৪।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া তাই এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কক্ষনও আল্লাহ্'র কাছ থেকে ক্ষমা পাব না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

ذَالِكَ جَزَائُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا...

"এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম কারণ তারা কুফুরী করেছে..." -সূরাহ্ কাহ্ফ (১৮), ১০৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই আমাদের এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আল্লাহ্'র সাথে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, কুফুরি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৩। **বিদ'আহ ঃ** এ সম্পর্কে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবাহ্'য় বলতেন,

...كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ...

"...সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্-ই গুমরাহী এবং সকল (দ্বীনের নামে) বিদ'আহ্'র পরিণাম জাহান্নাম..." **-নাসাঈ,** স্বহীহ্, অধ্যায় ঃ ১৯, উভয় ঈদের স্বলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ২২, খুৎবাহ্ কেমন হবে, হাদিস # ১৫৭৮।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া তাই এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই আমাদের দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, দ্বীনের নামে বিদ'আহ্ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ।

৪। **অন্যদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা ঃ** এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...

"হে ঈমানদারগণ; **তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও...**" -সূরাহ্ তাহরীম (৬৬), ৬।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো তাই এই আয়াত অনুযায়ী নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হলে অন্যদেরকেও জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ অন্যদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। অর্থাৎ অন্যদেরকেও শিরক্, কুফর ও বিদ'আহ্ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

খ. কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

...وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ مَا انَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

"আমার উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই (৭২ দল) জাহান্নামে যাবে। তাঁরা (স্বহাবীগণ) বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ সেদলটি কোনটি ? তিনি ﷺ বললেন আমি ও আমার স্বহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত (সেদলটি জান্নাতে যাবে)।" **-তিরমিযী,** হাসান, অধ্যায় ঃ ৩৮, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮, এই উম্মাতের অনৈক্য, হাদিস # ২৬৪১।

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর উম্মাৎ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাঁদের একটি দল ছাড়া ৭২ দলই জাহান্নামে যাবে। সে একটি দলের পরিচয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন, যে দলটি আমার (অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস) এবং আমার স্বহাবীদের পথে রয়েছে অর্থাৎ কুরআন-হাদিস এবং তাঁর স্বহাবীদের পথে থাকলেই জান্নাত নিশ্চিত।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য জান্নাত পাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচা, এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অবশ্যই কুরআন, হাদিস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চলতে হবে। তাই আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন-হাদীস এবং স্বহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

গ. কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا...

"তোমরা আল্লাহ'র **হাবলকে (কুরআন ও হাদিসকে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধর...**" -সূরাহ্ আলি-ইমরান (৩), ১০৩।

যেহেতু আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা তাই আল্লাহ্'র কথাকে মেনে আমাদেরকে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ জন্য আমাদের কর্মসূচি হওয়া উচিৎ কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদিসের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা।

অতএব, আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি কামনায় বাক্কাহ্ ডি.টি.পি. হাউজের লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করতে সকল মুসলিমকে এগিয়ে আসা উচিৎ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন, আমীন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?
- কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম
- একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান
- সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?
- হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...

লেখকের পরবর্তী বইসমূহ

- কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে দাজ্জালের পরিচয়
- জ্বীনের আসর, যাদুটোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার উপায়
- শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি
- বিদ'আহ্ কি ও তার হুকুম
- সহীহ্ সনদের আলোকে বাতিল ফিরক্বাহ্'র পরিচয়
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বদীর
- কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাওবাহ্'র বিধান
- কুরআন পড়ার ফযিলত
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি নূরের তৈরী না'কি মাটির?

- শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মান না দিয়ে ছবি ও ভাস্কর্য তৈরী করা বা ঘরে রাখা জায়েয।
- রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।"

-বুখারী, অধ্যায় ঃ ৬৫, কুরআনের তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ ২৭, মহান আল্লাহ'র বাণী"তোমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমান এর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম" -সূরা নিসা (৪), ১৬৩, হাদিস # ৪৬০৪

কোন মুসলিম যদি প্রকাশিত বইগুলো কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন-

০১৬৮০৩৪১১১০
০১৬৭৪৫১৯২৪৯
০১৬৮১৫৭৯৮৯৮